উৎসর্গ।

সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

এম্‌. এ., বি. এল্‌.

সাধের বাগানে, সাধে, পশিয়া পুলকে,
তুলিয়া ফেলেছি এ যে বনফুল, হায়!
কারে দিব তোমা বিনা, কে লইবে আর
কে দেখিবে পরিমল, আছে কি না তায়!

* * *

১লা বৈশাখ ১২৮৮।

আরণ্য প্রসূন।

অবতরণিকা।

সুনীল অম্বর তলে শরতের শশী
বিশদ রজত রঙ্ ফলাইয়া মুখে
ভাসিল—হেরিল লক্ষ যোজন অন্তরে
মুদিত আনন দুখে কুমুদিনী প্রিয়া—
পড়িল খসিয়া আসি সরসী-সলিলে।
ধীরে ধীরে সরাইয়া মুখ-আবরণ,
চুম্বিল অধর তার বিপুল সোহাগে!
সিহরি আবেশে ত্বাহে বিধু-বিনোদিনী
চাহিল শশাঙ্ক পানে,—গাঢ় আলিঙ্গনে
পড়িল—সোহাগী যথা—পতির উরসে
কহিতে মরম কথা প্রাণে প্রাণে যেন।
হায় সে সুন্দর নিশি! গভীর নিশীথে
প্রশান্ত প্রকৃতি ধরি অপরূপ রূপ—
অগাধে নিদ্রিত জীব, স্থির পঞ্চভূত
সুষুপ্তি মগন যেন—জাগি মাত্র তুমি,
বীণাপাণি! বীণা হস্তে বসিলে আসিয়া

সেই সরসীর তীরে, পরশিলা তন্ত্রী,
বাজাইলা বীণা, মরি, মোহনে পূরিয়া ;
জাগাইলা তাহে গো-মা—প্রিয় পুত্র 'হেমে'।
হায় ! ইচ্ছা হয় লভি চরণ-প্রসাদ
তব, মাতঃ—হেথা দিই সেই সরোবর-
কূলে অহরহ ভুলি চিন্তা বৈষয়িক,
শুনি বীণা—মজি তাহে ; ইহ জীবনের
পূত স্বার্থকতা লভি ইহ জনমেই !
জানি আমি, ধরাতলে—সরসী, ঝরণা,
কুসুমকানন, ক্ষেত্র, প্রবাহিনী তট,
মরু গিরি—নভঃ—শোভে পাদযুগ তব,—
কিন্তু চিরাসন তব মানব-হৃদয় !—
স্নিগ্ধ-প্রভ নিশাপতি, অমাকাশে তারা,
সুনীল নীরদ কোলে চপলা সুন্দরী,
বিকশিত ফুল, হাসি রমণী অধরে,
সুরভি-হিল্লোল, আর পতত্রী কূজন,—
কবির অন্তরে সদা সুধা-প্রস্রবণ !
সেই সুধা উথলিয়া বহে অবিরাম
পরশি সে চিরাসন, অঙ্কুরিত তাহে
মরম লতিকা, তাহে ফোটে কত ফুল—
কোমল মরম সুতে গাঁথি তার হার
উপহারে তব পদে কবিতা-লহরী।

বড় সাধ গাঁথি মালা অর্পি ও চরণে !
হৃদয় পাষাণ মম, কিন্তু গো জননী ;
সুধার প্রবাহ তাহে বহে সত্য, কিন্তু
কভু নাহি দেখি হৃদি ভিতিতে তাহায়
অঙ্কুরিতে লতা, কিংবা বিকসিতে ফুল !
কি দিয়া গাঁথিব মালা সূত্র ধরা সার !
নাহি সে প্রণয়—তাহে নাহি সে বিচ্ছেদ,
না জানি যতন—তাই নাহিক যাতনা,
কই বা সে আশা উচ্চ, কই সে নৈরাশ,
না হেরি সে নারী মুখ—কবিতার খনি,
নাহি যাহে প্রতিঘাত কঠিন মরমে,
বিঁধে নাই অগ্নিশেল—প্রেমে প্রবঞ্চনা,
নাহি চিতা চিতে মম ঝলসিতে হৃদি—
ঝটিকা সঙ্গম বিনা—ক্ষুদ্র পরবাহ
শোভে কি কখন গো মা ঊর্ম্মিমালা পরি !
এ ছার হৃদয় যেন অনুভূতি হীন !
কি শোভা পড়িয়া তায় প্রকৃতির ছবি—
নির্জীব পাষাণে আঁকা সজীব জগৎ !

পূজিতে ও পদযুগ কত শত জন
একান্তে কাঁদিয়া ডাকে—ডাকি আমি তাই,
আপনি আসিয়া গো মা হৃদি-সরঃ মাঝে
ফুটাও কুসুম, দেহ সুতে, গাঁথি মালা।—

অঞ্জলি-প্রদান-সুখ লভি মূঢ়মতি।
তোমার করুণা বিনা মূক কাব্যকার!
স্বভাবতঃ দশা তার—পাগলের মত—
নিদ্রায় চঞ্চল মন—আমোদ ত্যজিয়া,
নিভৃতে সজল আঁখি চিন্তায় মগন—
কখন জলধী-তীরে, মরু-মাঝে কভু,
বনের পশুর সনে গহন কাননে,
অভ্রভেদী হিমালয় ধবল শেখরে,
কভু উঠি সুরলোকে, পশিয়া পাতালে,
বিচরে উদাস মন হাসিয়া কাঁদিয়া।
জিজ্ঞাসিলে হাসে—কহে পূর্ণ মনোরথ!
আশু সুখ—চিরসুখ—তীর্থ পর্য্যটনে,
কে লভে তাহার মত! ধন্য সেই, ধন্য
দরিদ্র যে মহাকবি! উদরের তরে
লালায়িত কৃতবিদ্য অভাগী ভারতে;
পরের দাসত্বে তার জীবন বিক্রীত—
হায়, সহে কত জ্বালা, কাঁদে অবিরাম,
তথাপি প্রফুল্লচিত—তোমার সেবায়।
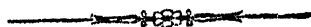
আক্ষেপ।

জননীর অঙ্কে বসিয়া যেমন
লইয়া অধরে পয়ঃ-পূর্ণ স্তন—
পান করি দুগ্ধ—হায় কুসন্তান
নখরে তাহারে ছিঁড়িয়া ফেলে;—

ভারতের সুত আমরা প্রত্যেক—
শোষিয়া জননী-শোণিত যতেক
লভিয়া সম্পদ সৌভাগ্য শতেক—
দিতেছি হৃদয়ে আগুন জ্বেলে;—

ধর্ম্ম বোধ নাই, কর্ম্মে দিয়া ছাই,
মর্ম্ম কথা আর কর্ণে তোলা নাই,
স্বার্থপরতাই ঘটেছে বালাই,
দ্বেষাদ্বেষ তায় প্রবলা অতি;

জাতিভেদ পণ করেছি কেমন,
পরস্পরে হায় পেতেছি বেদন,
সাধ্যায়ত্ব ধন—একতা রতন
হারায়ে বসেছি কি মূঢ় মতি!

সাধ্য নাহি কারো করে প্রতীকার,
ব্রহ্মমন্ত্র সাধা বাক্যে অবতার—
নহে কি মিছার ক্ষমতা প্রচার
প্রাঙ্গনে অবলা মহিলা-পাশে !

হোথা ইন্দ্রজালে ভুলায়ে সকলে
আর্য্যবীর্য্য বল সব কেড়ে নিলে,
দিয়াছ যে এত,—বল কি পাইলে—
তার বিনিময়ে আছ কি আশে ?

দাসত্ব-শৃঙ্খলে নয়নের জল,
উদয়াস্ত হায় বহিছে কেবল,
দুঃখিনী ভারতে সুখী কেবা বল
রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আহা !

মিছার উপাধি লইয়া কি হবে,
সে মর্য্যাদা আশে কতকাল রবে,
তাহে কি অন্তর-অনল নিবিবে,
নিরন্তর জ্বলে ভারতে যাহা !

যে গরল পশি ভারত-হৃদয়ে,
যে অনল অঙ্গে দিয়াছে ছড়ায়ে,
থাকিলে ক্ষমতা শুষিতাম তাহা
যে'ত যে'ত প্রাণ গরল পানে—

উর্ব্বরা বসুধা পূর্ণ-তোয়া নদী,
ফল ফুলে কীর্ত্তি শস্য পূর্ণ যদি,
তাহার সন্তান অনাহারে মরে
এ কেমন কথা ;—বাজেনা কি প্রাণে!

স্বাধীনতা সার নাহিক যাহার
সুখ সাধ আশা সকলি মিছার,
অধীন জনের বিলাস কি সাজে
কার্ সুখে হাসি—কিসের সুখ !

আপনার দেশে প্রবাসীর মত,
আছে ত সকলি—বল বুদ্ধি হত,
গেল গেল সব বিষয় বিভব—
ছায়াবাজী হেরি ফাটিছে বুক !

হতেছি ভিখারী—ভাবিয়া ভাবিনা,
দূরে যাইবনা—ব্যবসা বুঝিনা,
পুত্র পরিবার মায়া ত্যজিবনা,
ঘরে বসি তবু চাকর রব—

নিজ গুণ গাই নাছাড়ি বড়াই,
লেক্‌চার মিটিং মিসন লইয়া,
বিব্রত কতই, বড় লোক বলে,
কাগজে কাগজে প্রচার হব—

পুরুষত্ব যত বাক্যে পরিণত,
মুর্খ বলে নয়—সুশিক্ষিত যত,
পর নিন্দা লয়ে নাচিয়া নাচিয়া
হৃদয় পুলকে হাসিছে কত—

সব কাজ ফেলে দলাদলি করা
অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিয়াছে তারা,
করে সর্ব্বনাশ, একতা বিনাশ—
গরল রসনা ধরিয়া যত।

এত অধ্যয়নে ফলিছে কি ফল !
অধ্যয়ন (ই) সার স্বার্থের কেবল,
বড় পদ লও—ভিন্ন হয়ে রও,
দেশ হিতৈষিতা চুলায় যায়—

হতভাগ্য এবে বলিব কি, আহা,
লতা পাতা মুল ভারতের যাহা,
বিদেশীরা আসি তুলিতেছে তাহা,
করিছে ঔষধ প্রস্তুত তায়—

ভারত কার্পাস—বিলাতের কলে,
"বস্ত্র লই তার কত গুণ মুলে;
দিয়া সব শস্য বিনিময়ে মিলে
সামান্য খেলনা, মৃত্তিকা, লোহা।

নীল কুটী যত বিদেশীর সব !
চার ক্ষেত্র'পরে ওরা কারা সব ?
চিনি, চট, সুতে, কাদের বিভব ?
কেনবা তাদের করিয়া দেওয়া ?

পরের হইয়া পরের লইব—
পরের (ই) খাইব পরের (ই) পরিব—
গাই ত সুখ্যাতি পরের (ই) গাইব—
পরেরে আপন ভাবিতে হল ;

আর্য্যসুত হয়ে গৌরব ভুলিয়া
নতশীরে পর পাদুকা তুলিয়া
পরের পাছুতে ছুটিতে ছুটিতে
অভাগা জীবন ফুরায়ে গেল !

তবুনা স্বজনে মৃদু সম্ভাষণে
ডাকিয়া বসা'ব আপন আসনে,
সাধিয়া যতনে কহিব গোপনে
ত্যজিয়া সরম মরম কথা—

"ভাবনা কি ওহে দেখ দেখ চেয়ে
সোণার ভারত আছে কিবা হয়ে,
কিবা ছিল কার, কার ধন লয়ে
ধনিনী মানিনী সবাই সেথা—'

ছিল কহিনুর প্রচুর রতন,
কে আসিয়া তাহা করিল হরণ!
হরিল যাহারা নহে সুরাসুর,
কেবল (ই) একতা বলের গুণে—

যদি হে শিখিলে তাদের সকল,
কই হে শিখিলে তাদের কৌশল,
কই বুদ্ধি—সেই, কই সেই বল,
কই সে একতা—দেখে বা শুনে?—

ছি ছি ছি রাজন্! করিলে কি গতি!
হেলায় খোয়ালে পৈত্রিক সঙ্গতি!
এই কি রে হায় ভারত-নিয়তি!—
অবনতি তার সন্তান করে!

হীন-বীর্য্য-বল জন্মিলে সন্তান,
আছাড়িয়া তায় বধিত স্পার্টান,
বল-বীর্য্য-হীন সবাই সমান
হেথায় কে কারে আছাড়ি মারে!

আসুক জলধি উথলিয়া কায়,
প্রভঞ্জন সনে মাতি বৈরিতায়,
বৃষ্টি ঘনধারে বজ্রপাত তায়,
চৌদিক ব্যাপিয়া আঁধার ঘোর—

আসুক প্রলয়, আসুক সে ত্বরা,
ডুবাতে ভারতে যে পাপের ভরা ;
পাপ নয় ত কি ?—যারা দিশে হারা—
বাঁচিয়া যাহারা করম চোর ?

দেখি শুনি আর যাহা করি অনুভব—
হায় !—
বালকেরা যোথা ছুটাছুটি ছাড়ি—
কঠোর ব্যায়াম দাবা বড়ে পাড়ি—
হতে রণ-জিত তদগদ চিত্ত
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি বসিয়া থাকে—

কেহ বা সন্ধ্যায় তটিনীর তীরে
ক্লান্ত পথ চলি সেবিতে সমীরে—
ফিরিয়া আবাসে শ্রান্তি দূর করে
সু-অঙ্ক শয্যায় ঢালিয়া রাখে।—

পদব্রজে চলা বিপদ সবার,
গাড়ী ঘুড়ী যোথা কাতারে কাতার,
এবে যুবকেরা বৃদ্ধ হতে জ্বরা,
সুদীর্ঘ দিবস চাকরি করি—

তাই—
অবকাশ পেলে খাতা পুঁথি ফেলে
নানা রঙ্গে মাতি কাটে দিবা রাতি—

মদ্যপানে, নয়, বারাঙ্গণা সনে,
তরঙ্গিণী মাঝে ভাসায়ে তরি।

বাল্যবিবাহ!

চঞ্চল স্বভাবা বালিকা ধরিয়া,
পরিণয় দেয় বল কি দেখিয়া?
নিতি খেলা ধূলা করে সে দুবেলা,
কেন সে বালিকা বদন ঢাকে?

প্রণয় অঙ্কুর হয় নাই যার,
প্রণয়িনী হ(ও)য়া সাজে কি তাহার?
বাল-কুলবধূ হবে কি আবার,
অকালে সকলি শিখিতে থাকে?

তাহে—
রসময় পতি অনুরাগে অতি
শিখাইয়া প্রেম বাল যুবতীরে,
টানিয়া টানিয়া যৌবন আনিয়া
সাজায় তাহায় সুখের তরি—

ভাসে তাহা লয়ে, নাহি মনে ভাবে
কালের তরঙ্গ তুলিবে ফেলিবে
আছাড়িবে জোরে—সে তরি তখন,
বাঁচাইবে হায় কেমন করি?—

অকালে প্রসূতী—প্রসব বেদন
শিরা শিরা কা'র না করে ছেদন—
প্রসূত সন্তানে বাঁচাবে কেমনে ?
দুধের মেয়ের দুধ না হয়—

সুত, সুতরাং—ব্যাধির ভাণ্ডার,
জীর্ণ শীর্ণ সদা পঙ্গুর আকার,
হবে কত বল, বল-বীর্য্য তার ?
পরমায়ু হেতু বাঁচিয়া রয়—

রোগ, শোক, তাপ আছে এ সংসারে,
হয়নাক যার সে জন কেমন !
সেই ত তরঙ্গে—সেই ত তুফানে,
ভাঙ্গিবে বালিকা অপূর্ণ কায়া—

আর কত হায় ! কাহারে বা বলি,
প্রকাশিতে তাহা নাহি কুতুহলি,
বলি কি হে সাধে ? পরাণ যে কাঁদে
পর দুঃখে সদা নয়ন ঝরে—

"বিংশতি বয়স—আজ(ও) কি সুন্দরী ?"
ঢলিয়া পড়েছে রূপের লহরী—
তাই তার পতি পরাঙ্গনা-মতি—
মনস্তাপে সঙ্গী যামিনী হরে—

এইরূপে হায় কত কুলবতী,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটে দিবা রাতি,
হৃদয়ের ব্যথা রাখিয়া হৃদয়ে,
সাধের সংসারে জ্বলিয়া সারা।

আহা!
বালকের কি—করিবে বা কি?
যে দেশে যেমন প্রথা প্রচলিত;
পিতামাতা মতে বাল্য বিবাহেতে,
না দিয়া সম্মতি কি করে তারা।

একে একে ভোগে তবু তার(ই) পক্ষ,
নাহি সাধ্য হয় আচার বিপক্ষ,
বলি বাপ মায়, কেন বালিকার
হাত পা বাঁধিয়া ফেলে না জলে?

কন্যা কি এমনি, তুচ্ছ ধরণীতে,
কেহ নাহি তার হইয়া কাঁদিতে,
স্বেচ্ছাচারী নরে দেখ কি না করে,
সহে সব জ্বালা অবলা বলে—

বাল্য পরিণয়ে এত অপকার,
পক্ষপাতী সবে তথাপি তাহার!
পূর্ণ আরম্ভন নহে দুহিতার,
সাজে কি বিবাহ তাহার, হায়!

কোন্ বুদ্ধিমান্ প্রসূন দলিয়া,
চাহে সুধা বল সুরভি নাশিয়া ?
মধু আশে মধু-চক্র বিদলিলে
ভাবী সুধা-ভাণ্ড—বিনাশ পায় ।

নারী শিক্ষা :

"পশু" লয়ে ঘর করা বড় জ্বালা,
করিবে গৃহিণী বিদ্যাবতী বালা,
বাঁধিয়া কোমর উঠে পড়ি লাগি,
গেরেল স্কুল স্থাপিলে গ্রামে—

প্রতি বার-মাসে বাহিরিছে ছাত্রী,
নবম বর্ষীয়া সুপণ্ডিতা পাত্রী,
কর পরিণয় সোহাগে তাহারে—
গড়িয়া পুতুল নাচাতে ক্রমে !

পুঁথি পড়া রীতি ছিল রে যখন
পতি অনুরাগ, ভাল বাসা সার—
স্নেহ, ভক্তি, দয়া—শিখিত যে জায়া,
স্বর্গ সুখ পেত বসিয়া ঘরে—

পতিহীনা ভীরু—পিতামাতা গুরু
সুহৃদ সজনে—মানিত যে মনে ;

শশব্যস্ত অতি কায কর্ম্মে মতি
কুপথ ভাবিতে কাঁপিত ভরে—

আজ দেখ তারা হয়ে দিশেহারা
নাটক নভেল শিওরেতে রাখি
ঘুমায়ে স্বপনে থেকে থেকে জাগি
মনের উচ্ছাস উঠিছে করে !

গৃহ-দ্বার রুদ্ধ—মন দ্বার খোলা—
যৌবনে—যোগিনী—বিদ্যাবতী বালা
মানস আকাশে—কল্পনায় উড়ি
যথা ইচ্ছা যায়—অদৃশ্য হয়ে !

যেথা আদিরসে পুরুষেরা ভাসে,
রামায়ণ সেথা পড়িয়া যুবতী,
পতি-মন পাবে ? অসঙ্গত কোথা
কবে বা সঙ্গত হয়েছে বল !

স্বামীসাথে সতী—পুরাইতে, ধিক্
অনারী আচার শিখিছে অধিক্
কে জানে ধরম, কে জানে করম,
মনঃপুত শুধু হইলে হ'ল।

আমোদে যুবতী হইয়া বিহ্বল
গৃহ কার্য্য যত ভুলিছে সকল,

ধান গাছে চেলা হয় কি না, বালা
আর না জিজ্ঞাসে সখীরে ডাকি—

প্রসবিয়া শিশু নাহি লয় কোলে,
সোনার চন্দ্রিমা ধাই কোলে দোলে,
মাঝে মাঝে আসি মুখ ময় হাসি
দেখে পুনঃ তার—এইত বাকি !

স্ত্রীস্বাধীনতা !

শুনে হাসি পায় হাসিতে পারিনে,
ঘরের সে কথা—ফুটিতে পারিনে,
পতির যা নাই সতী চাহে তাই—
কার লয়ে দিবে ভাবিয়া সারা !

চাহে স্বাধীনতা ধরি পতি করে—
"দিতে হবে নাথ দেয় দেখ পরে"
এই সুখ বিনে দুখী নিশি দিনে
নব্য ভব্য সভ্য রমণী যারা ।

অন্যা নারী মত হাটে মাঠে যাবে
গাড়ী জুড়ী চড়ি দুবেলা বেড়াবে,
পর নর সনে মিষ্ট আলাপনে
পতির বিরহে কাটিবে কাল—

এই যদি সাধ বঙ্গ অঙ্গনার
রবে না গৌরব ও নামের আর !
যাবে ছারে খারে—হিন্দু পরিবারে
হায় কি অঙ্কুর হতেছে কাল !

কিবা অলক্ষণে দেবযানী সনে
শর্ম্মিষ্ঠা পাপিনী যযাতি ভবনে
গিয়াছিল দাসী—কুল মান নাশি,
জারজ সন্তান উদরে ধরে—

এইত প্রবাদ—ঘটিল বিবাদ
ঋষি-কন্যা সনে—সতিনী সুবাদ—
শাপগ্রস্ত হয়ে সে বাস ত্যজিয়ে
স্থানান্তরে গিয়ে বসতি করে।

ছিল মনে মনে মন-কসাকসি—
তাই তার সুত আর্য্যাবর্ত্তে আসি
যবন দুরন্ত—হিন্দুধর্ম্ম নাশি—
প্রতিহিংসা ভাল লইল ফলে—

যা ছিল হিন্দুর নাশিল সে ক্রূর,
মুছাইয়া মরি কপালে সিঁদুর
হিন্দু মহিলার কুল, মান, আর
সতীত্ব হরণ করিল বলে।

গেল স্বাধীনতা—হিঁদুর হিঁদুতা—
কাতরে লুকায় যে যার দুহিতা—
কিংবা পর করে অর্পিয়া তাহারে
বাল্য পরিণয়ে—বাঁচায় কুলে—

রমণী স্বাধীনা রহিল না আর—
(স্বাধীনতা মর্ম্ম—যে অর্থে প্রচার)—
সবাকার মনে ভয়ের সঞ্চার—
লাগিল আঘাত পদ্ধতি মূলে।

সে অবধি নহে ভারত স্বাধীন!
পুরুষেরা যদি পরেরি অধীন—
মহিলার তবে হয়েছে কি দিন
স্বাধীনতা চায় সে কোন্ মুখে?

স্বাধীনতা চাহে—হরি হরি হরি!
আদরের জায়া—মরি মরি মরি!
সে যে অনাথিনী—জানেনা কি তাহা
একটুও ভয় নাহি কি বুকে!

ণি! বিলাসের কাল—নহে এ সময়—
দারুণ অনলে জ্বলুক হৃদয়—
পরশি সে শিখা ত্রিদিব আলয়,
তপ্ত করুক দেবাদি দেবে—

'নারীর রোদন(ই)—উপায় কেবল,
অবিরত ধারে নয়নের জল,
তরঙ্গিণী হয়ে যাউক বহিয়ে—
মন্দাকিনী কোলে আদরে লবে !

শীতলিয়া তাঁর চরণ যুগল
গাবে মন্দাকিনী করি কল কল,
বলিও তখন এ ব্যথা সকল
তার সনে তুমি মিলায়ে বাণি—

ব'লো করপুটে চরণে তাঁহার
"আর্য্যাবর্ত্ত এবে হয় ছারখার—
তোমার সে সৃষ্টি—কর কৃপা দৃষ্টি
কৃপাময় তুমি—হে শূলপাণি" !

হেথায় পুরুষ—বিজাতি অধীন,
অনুকরণেতে—মত্ত দিন দিন—
যাদের গৃহিণী—তোমরা দুখিনী—
তাদের (ও) হইয়ে বলিও, আহা—

বলিও তাঁহারে—আছে যা অন্তরে,
সহিবে সে জ্বালা কত কাল ধরে,
কত কালে আর হবে প্রতিকার,
কোন্ অবতার ঘুচাবে তাহা ?

দগ্ধ-গৃহ-গাভী—রক্ত মেঘে চাও,
পর নর হেরে বদন লুকাও,
প্রাঙ্গন বাহিরে যাইতে না পাও,
বলিও তাঁহারে অকুতোভয়ে—

আর(ও) ব'লো তাঁরে—রক্ষক যাহারা
সতিত্বের ভাব বুঝে না তাহারা !
পর নর তব অধর চুমিলে
দণ্ডে না তাহারে—তুষ্ট হয়ে—

"অধর চুম্বন—স্নেহের লক্ষণ
আপ্ত পর তায়—কিবা আসে যায়"
এই কথা বলে—হাসে কুতুহলে—
জ্বলে তায় তব পবিত্র প্রাণ—

আনত আননে সজল নয়নে,
দেখাও সে জ্বালা আঁকিয়া বদনে,
কিন্তু সে যে অন্ধ—মর্ম্ম ভেদী নয়
পাপ পুণ্য যার—নাহিক জ্ঞান !—

জনম অবধি রয়েছ কয়েদী—
জিজ্ঞাসিও তাঁরে— এ বা কোন বিধি ?
আর—প্রতিকার থাকে কোন যদি,
সাধিও করিতে সদয় হয়ে,

নয় ত বলিও প্রলয়ে ডুবাতে
রমণীও কুল প্রাচীন ভারতে,
কায কি এ জ্বালা সহিয়া দুবেলা—
সতিত্বের ভার মাথায় বয়ে !

কিন্তু—কাঁদিও না অয়ি সুলোচনে,
স্বামী কর ধরি, এস মা বদনে,
চাহিও না যার নাহি যা তাহার—
সারা কেন হবে বৃথায় সেধে ?

আছে যা তাহার সব(ই)ত তোমার—
চাহ অন্য যাহা দিবে আনি তাহা,
চাবে বিধু মুখে—ভাসাইবে দুখে—
দিতে সে নারিলে মরিবে কেঁদে !

গৃহাবদ্ধ বলি এত কি যাতনা ?
গৃহ লক্ষ্মী তুমি—তাও কি জান না ?
তুমি রে গৃহিণী—তোমার গাঁথনি
সাধের সংসারে—তুমিই সব—

অমূল্য রতন—প্রণয় প্রতিমা—
আবাস ভূষণ—কুলের গরীমা—
হৃদয়ের ধন—পতিব্রতা সতী,
নাহিক জগতে তুলনা তব—

তব রাজ্য ওই দেখ সুবিস্তার !
আত্মীয় স্বজনে—সংসার তোমার !
তোমার কথায় দাস দাসী কত
অবিরত ছোটে উর্দ্ধ মুখে !

তুমি রাজ রাণী—স্নেহের শিকলে
বশীভূত তব রেখেছ সকলে ;
প্রাণ পণে তারা—তোমা তরে সারা,
কেমনে তোমারে রাখিবে সুখে—

তব পতি তব অনুগত সতী,
অনুগত তব সন্তান সন্ততি,
দশজন তব অনুগত যদি—
কি কায তোমার স্বাধীনা হয়ে ?

ধরায় স্বরগ,—তোমার আবাস,
সুখ শান্তি রাজে তায় বার মাস,
জগৎ নিরখি—কেন বল দেখি
মাতিবে বৃথায় মত্ততা লয়ে !

চাঁদ।

ওই নারী শিশু কোলে শিশু হাত তুলে
চাঁদে ডাকে "চাঁদ আয় চাঁদ আয়" বলে,
পরায়ে চাঁদের টিপ শিশুর কপালে—
মরি কি মধুর হাসি অধর যুগলে!

*

ছাদের উপরে প্রেমে গলায় গলায়
প্রেমিক প্রেমিকা সনে—চেয়ে চাঁদ পানে—
এ চাহে উহার গলে চাঁদেরে দোলায়,
করে সাধ পেতে ফাঁদ চাঁদ ধরে আনে।

*

মরি ওই বিরহিনী বিচ্ছেদ জ্বালায়
চেয়ে চাঁদে প্রাণে কাঁদে বাসনা অন্তরে—
চিকণ চাঁদের গায়ে পারদ মাখায়
সে মুকুরে দেশান্তরে প্রিয়তমে হেরে।

*

প্রণয়ে বিরাগী জন ভাসে নেত্রাসারে
কেন সে কলঙ্ক দাগ মুছিয়া চাঁদের
সমস্ত চাঁদের অঙ্গে রক্ত অক্ষরে
লিখিতে না পারে হায় বেদনা মনের—

তাহ'লে—

যে বেদনা বুকে আছে মুখে নাহি আসে,
জানিত তা বিনোদিনী চাঁদ দরশনে;
ভুলে থাকে—কিংবা—যদি নাও ভালবাসে—
অভাগারে একবার (ও) পড়িত ত মনে !

*

ওই জলে কুতূহলে ক্ষুদ্র বীচিদল
আমোদে মাতিয়া যেন নাচিয়া নাচিয়া,
সুধা ধারা ধরি উঠে বাসনা কেবল,
না পারে উঠিতে—ছোটে, পড়িয়া পড়িয়া।

*

নিবিড় নীরদ-খণ্ড অজগর গতি
ধীরে ধীরে তল হতে কায়া প্রসারিয়া
চাঁদেরে গ্রাসিতে যায় নিরদয় অতি,
বদন ঢাকিয়া, অঙ্গে কালিমা মাখিয়া !

দেখ দেখ শশী ওই অসিত মাথায়
রজত তিলক শোভে দ্বিগুণ উজ্জ্বল,
মেঘের পারশ করি রজতের প্রায়,
চৌদিকে ছড়ায়ে ছটা আঁধারিয়া তল !

ওই দেখ কাল মেঘ পরশিল চাঁদে,
কলা কলা গ্রাসে তার কি যাতনা দিয়া,
কাঁদ কাঁদ যেন চাঁদ দেখে প্রাণ কাঁদে—
বাসনা—বাঁচাই চাঁদে, হৃদয় চাপিয়া।

ও'ই গেল ওই যায় নামিয়া উদরে ;
ক্রমে কাল হয়ে এল মেঘের কিনারা,
ছুটিল রজত ছটা দূর দূরান্তরে,
আলোকে আঁধার কিন্তু আবরিল ধরা !

*

লঘু লঘু মেঘ গুলি ছুটিয়া ছুটিয়া
শরতের শশধর ধরিবারে আসি
ধর ধর করে যাই—সরিয়া সরিয়া
ও চাঁদ কি রঙ্গ করে মৃদু মৃদু হাসি।

চারি দিকে ঘেরে যদি—কভু ধার দিয়া
সবাকার অঙ্গে যেন খেলিয়া বেড়ায় ;
চাহে চাঁদে বাঁধে তারা বেড়িয়া বেড়িয়া—
কেমন কৌতুক করি ছুটিয়া পলায়।

*

তৃতীয়ার সিত ধনু পশ্চিম গগনে
পরিয়া আপন ভালে উজ্জ্বল তারকা—
চাঁদের কি সাধ যায় এ হেন ভূষণে ?
দেখিয়াছি নীলাম্বরে চন্দ্রবিন্দু আঁকা !

*

নির্ম্মল নীলিমা মাঝে চাঁদ খানি ভাসে,
তৃষ্ণায় চকোরী সায়া উর্দ্ধমুখে ধায়,
আর(ও) কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী সুধা আশে
উঠে পড়ে উড়ে চাঁদে ঘেরিয়া বেড়ায়—

কে বলে কিরণ তার করিতে সেবন,
অথবা বিহার তরে রজত আলোকে ?—
সবার (ই) বাসনা চাঁদে করিয়া হরণ
কেহ খায়, কেহ পরে, কেহ গায়ে মাখে।

*

এক চন্দ্র নভোপরে পাইলে প্রকাশ
অগণন কুমদিনী যে যেখানে আছে,
একবারে সবাকার প্রণয় বিকাশ,
সোহাগে হৃদয় খুলি দেয় তার কাছে।

*

তিমির রূপিণী নিশা—সেও এক রাত্রি
বিলাসে বিহার করে চাঁদ সহবাসে ;—
আজি এর, কাল ওর, প্রেমে পক্ষপাতী—
তাই চাঁদে হ্রাস বৃদ্ধি, দিন তিথি মাসে।

*

স্বন্ স্বন্ সমীরণে হেমন্ত নিশায়
শীতল নীহার বিন্দু ঝর ঝর ঝরে,
থরে থরে পত্র'পরে পড়িয়া গড়ায়,
নড়ে চড়ে পাতা যাই, ঝক্ মক্ করে।

*

চাঁদে হেরে হেমচন্দ্র ভাসি অশ্রু নীরে
কহিল "আবার কেন সুধাংশু উদয়"—
ওই চাঁদে নিরখিয়া বসি গৃহ-শিরে
কাঁদিল ঈশান চন্দ্র খুলিয়া হৃদয়!

কি জানি কি আছে চাঁদে সবাকার প্রিয়—
ওই মুখে দেয় সবে মুখের তুলনা ;
কলঙ্ক মাখান মরি তবু কি অমিয়,
এত দেখি তবু দেখা হল না হল না !

*

চাঁদ রে ! উন্মাদ আমি হেরে মুখ তোর,
ধরা শায়ী ঊর্দ্ধে চাহি চিত হারা রই,
কোথা দিয়া সারা রাত্তি হয়ে যায় ভোর—
ঘুমে তোরে নাড়ি চাড়ি—জেগে পাই কই ?

এত মোহ কেন তোর বল না বল না—
কেবল (ই) চোখের দেখা—তাইতে পাগল,
মজাতে যাহারে নারে ললনা সুন্দরী
মজাও তাঁহারে—মুখ দেখায়ে কেবল !

পাষাণী ছিলাম বুঝি পূরব জনমে,
প্রেণয়ী আছিলা তুমি সাধিতে আমায়,
বড় দুঃখ দিয়াছিনু তোমার মরমে
তাই বুঝি জ্বালাতন করিছ হেথায় ?

তবে চাঁদ জান তুমি তীব্র সে বেদনা—
অন্তর দহন সেই পর মুখ চেয়ে—
আশয়ে হতাশ—শেষে—বজনে যাতনা—
নাহিক নাহিক জ্বালা আর যার চেয়ে !

জান যদি, বল ফুটে নর নারী মাঝে
যেন আর প্রেম ধার রাখেনা রাখেনা,
নিন্দে যদি দিতে হয় রীতি এ সমাজে,
কেন তবে লয়ে চিত দেয়না দেয়না ?

পাষাণ-প্রতিমা।

কি সুন্দর গড়িয়াছ প্রতিমা এবার
পাষাণে কোমল-প্রাণা বঙ্গ-বিধবার !
পরিয়া বসন সাদা, চিকুর এলায়ে বাঁধা,
সিঁথিতে সিঁদুর দাগ রমণীর নাই,
নহে আস্য প্রফুল্লিত, নহে ওষ্ঠ বিকসিত,
আয়ত নয়ন দুটী—আধ ঢাকা তাই !
নত মুখে চেয়ে আছে কলঙ্ক পরশে পাছে,
যেন কত জড়সড় উহু মরি মরি,
অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি—বিষাদ মাখান স্ফূর্ত্তি—
মলিন সৌন্দর্য্য রাশি একাধারে ধরি !

কোথায় হৃদয় আঁকা দেখারে তাহার
দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার !
হৃদয় ব্যাপিয়া যার মমতার অধিকার,
যাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতাময়—

পর দুঃখে কাতরতা, এত দুখে সহিষ্ণুতা,
লজ্জাভয় পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয় !
সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুতূহলি !
মৃতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুরাগ কই ?
কই সে পীযুষধার শীতলিয়া হৃদি তার,
পুন সুখ দুন হবে—সে বিশ্বাস কই ?

রমণী বিধবা হয় আর (ও) ত ধরায় !
এমন বিধবা হায় আর রে কোথায় ?
লইয়া কঠোর ব্রত সতত্‌ই আছে রত,
অনশনে সঙ্কুচিত নহে চিত যার—
বিলাস বাসনা লেশ, নাহি চিত্তে, দ্বেষাদ্বেষ,
একি ভাবে প্রবাহিত পবিত্রতা ধার !
সংসারে দেবীর সম বিধবা আরাধ্য মম—
সুখ ত্যজি স্বাস্থ্য ত্যজি পর সুখ তরে,
পরের সংসার ভার পরে কণ্ঠে অলঙ্কার ;
দেখ হে প্রত্যক্ষ তার প্রতি ঘরে ঘরে !

জলধি প্রশান্ত এত অতল বলিয়া,
তেমনি প্রশান্ত দেখ বিধবার হিয়া—
যে দিকে ফিরাও আঁখি, আকুলিয়া চারি দিকি,
প্রলোভন প্রভঞ্জন চারি দিকে তায়—

ধরিছে রতন ভলে "সতীত্ব" যাহারে বলে,
কে তায় পরশে! বল কে পশে তথায় !
নারীর স্বভাব ভোলা, বসন ভূষণ ভোলা,
মন ভোলা, ধর্ম্ম ভোলা, কর্ম্ম ভোলা আর ;—
ভোলা ভুলি নাহি যার, পতিভক্তি একাধার,
এক (ই) ধারে প্রবাহিত জীবন যাহার !

আসিলে বিপদ-রাশি প্রলয় আকারে
ভীত নহে চিত তার সম্মুখিয়া তারে !
পঞ্চ ভূতে ছার দেহ তাই অশ্রু ফেলে কেহ,
কাঁদিবার কিবা আর পতিবিহীনার !
কিবা সাধ, কিবা আশা, কিবা পরে ভালবাসা ?
জীবন-যৌবন-সাজ সকলি মিছার !
সংসার অসারময় সময়ে সকলি লয়—
আগু পাছু ভেদ এই দিনেক বিরহ !
পতির মুরতি সেই আঁকা কিন্তু হৃদয়েই—
তাহার(ই) স্মরণে মরি সুখী অহরহ !

বিবাহ পবিত্র সূত্রে বাঁধা যে যুগল
সময়ে সময়ে হায় তারাও চঞ্চল ;
সুখে আছে সহবাসে, ছিঁড়িয়া প্রণয় পাশে,
পাপ চক্ষে ভালবাসে কেন বা অপরে ?

ভার্য্যায় দুখিনী করে, বিলাসে যামিনী হরে,
কত নারী পতিহন্ত্রী সংসারে বিচরে !
অভাব রয়েছে যার নাহি চিন্তা বিধবার—
অভাব(ই) অভাব যেন পবিত্র অন্তরে !
ধর্ম্ম কি অবলা বেশে জন্মে আর কোন দেশে ?
কোন নারী ভাবী-আশে আশু দুঃখ হরে ?

কোথায় হৃদয় আঁকা দেখারে তাহার,
দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার !
হৃদয় ব্যাপিয়া যার মমতার অধিকার,
তাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতাময়—
পরদুঃখে কাতরতা, এত দুখে সহিষ্ণুতা,
লজ্জা-ভয় পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয় !
সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুতূহলি !
মৃতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুরাগ কই ?
কই সে পীযুষ ধার শীতলিয়া হৃদি তার,
পুন সুখ দুন হবে—সে বিশ্বাস কই ?

ডুবিল মৃণাল-মুখ প্রবাহিনী-নীরে।

দ্বিযাম যামিনী কোলে—বসিয়া ত্রিবেণী কূলে—
শূন্যাকাশে শূন্য প্রাণ ভাসায়ে দিলাম,
শূন্য মনে কত ভাবি কত কাঁদিলাম!

হ'কু ভুলিবার কথা, স্মরণে রয়েছে গাঁথা—
স্বপন হইলে হত বিস্মৃতি মগন
অবকাশে নাহি এসে করিত দহন!

পশ্চিম গগনগায়ে নিবিড় নীরদকায়
আঁধারে আঁধারবেশে আসি দেখা দিল,
বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে চৌদিক ব্যাপিল।

আঁধারে আঁধার ছায়া—লুকাল পদার্থ কায়া,
ডুবিল ধরণী যেন তমসী পাথারে,
ধরাতল নভঃস্থল একি অন্ধকারে।

নাহি বহে সমীরণ, নাহি বৃষ্টি বরিষণ,
কেবল ভীষণ নাদে পুরিল গগন,
কখন বিজলী জ্বলে ধাঁধিয়া নয়ন।

বুঝিলাম সেই নারী, তবু না ফুটিতে পারি,
ঘৃণা দুঃখ প্রতিবাদী, রাখিল চাপিয়া—
রমণী-রোদনে যথা সান্ত্বনা করিয়া—

অদূরে সুহৃদালয়ে গেলাম তাহারে লয়ে,
পরিবার মাঝে রাখি, আসিনু ফিরিয়া
কি জানি কেমন যেন মরমে পীড়িয়া।

এ দিকে কুমুদী পতি বিকাশে নির্ম্মল জ্যোতিঃ,
যথাকার মেঘ রাশি গিয়াছে তথায়,
শান্তি কি মধুর বেশে বিরাজে ধরায়!

ঘাটের অপর পার্শ্বে যুবা এক অশ্রু বর্ষে,
মলিন বদনে আছে সলিলে চাহিয়া,
ফেলিছে অনল শ্বাস ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া।

নিরখিয়া সেই জনে আমার হইল মনে—
ডুবিয়া বেঁচেছে পুনঃ কাঁদিছে বলিয়া
রমণীর তরে—তাই ক্রোধান্ধ হইয়া,—

কহিলাম "দুরাচার! ভদ্র বংশে কুলাঙ্গার—
কেন হেন পাপ দেহ এখন (ও) ধরিয়া,
কেন বা জাহ্নবী জলে মর না ডুবিয়া"?

চাহি সে আমার পানে   ফিরাইল দুনয়নে
দর দর অশ্রুধার বহিতে লাগিল,
নামিয়া সোপান দ্বয় কাঁদিয়া ফেলিল—

"শশধরে সে সৌন্দর্য্য,   কুসুমেতে সৌকুমার্য্য,
উষার নম্রতা, আর পঙ্কজে বিকাশ,
মরালে মন্থর গতি, এখন (ও) প্রকাশ!

"শশাঙ্ক কলঙ্ক দাগে,   কোরকে কীটক লাগে,
উষার (ও) কলঙ্ক আছে দ্বিচারিণী বলে,
মরাল কর্কশ, কাঁটা পদ্মের মৃণালে!

"তেমনি সে প্রতিমায়   পুরিয়া কি শঠতায়
অর্পিল আমার করে সুন্দর ভুজগে?
দংশিল মরমে পশি হৃদয় বিহগে!

"আমিরে সকাশে গেলে,   তাহার অন্তর জ্বলে;
যতন পেয়েছি তারে হাসাতে যখনি—
'আমি হাসি শিখি নাই' বলেছে তখনি!

"আমার অবর্ত্তমানে,   কি বা নর সন্নিধানে,
রহস্যে বয়স্য-মাঝে হাসিয়াছে হাসি—
শুনেছি তা—বুঝিয়াছি, কাল—রূপ রাশি!

"অনুপম রূপ ধরে, তাই রূপে গর্ব্ব করে,
ধনির দুহিতা বলে অহঙ্কার অতি!
ধনির দুহিতা বলে এত স্বেচ্ছামতি!

"করেছি মিনতি তারে, কুমতি সে পরিহরে,
পরিহরি পিতৃবাস আসিতে আবাসে,
সংসারে সংসারী হয়ে ভুলিতে বিলাসে—

"যত্ন মম মিছা হল! শুকাল না অশ্রু জল!
কেমনে এমন কথা—কই কার কাছে?
পতিনী 'সর্পিনী,' উচ্চঃ, পরে বলে পাছে!

"কেন বা বাঁচিয়া থাকি, কেন দেহে প্রাণ রাখি,
কেন না বিসর্জ্জি আজি ঝাঁপ দিয়া জলে,
জুড়াই অন্তর জ্বালা পবিত্র সলিলে!"

এই বলি যুবা উঠে, সোপান নামিতে ছুটে—
থর থর কলেবর ছুটিনু ধরিতে,
উত্তর উত্তর তারে পড়িনু ভূমিতে

"কে তুমি আমার ধর? পরিহর 'পরিহর,'
দংশিয়াছে বিষধর যেই অভাগার
কে হেন নির্ব্বোধ তারে বাঁচাইতে চায়?"

"শান্ত হও, তিষ্ঠ পল—কেবা কার তবে বল,
কার লাগি গৃহত্যাগী, আত্মহত্যা প্রাপে-
ডুবিতে উদ্যত ভ্রমে, জুড়াতে সন্তাপে ?"

অন্তরে কাঁদিল প্রাণী, আর না সরিল বাণী,
কেবল সে-মুখপানে—চন্দ্রের আলোকে
নিরখিয়া ক্ষণকাল ডুবিলাম শোকে।

বসিয়া সোপান'পরে, ডাকিল সে প্রাণভরে,
"মৃণাল, মৃণাল" বলি বার দুই তিন,
হইল আনন তার দ্বিগুণ মলিন—

উঠিল চীৎকার করি—প্রতিধ্বনি হল তারি,
উঠিয়া আকাশ ভরি ছুটিল পবনে,
জাহ্নবী অপর পারে ধ্বনিত সঘনে—

"কি করিলি, পাপীয়সি ?—মাখিয়া কলঙ্ক মসী
ঢাকিলি আনন তোর বটে রে অভাগি--
জীবিতে করিলি মোরে সরবস্ব ত্যাগী ?

"কেন বা হইয়া কাল, আসিল প্রদোষ কাল,
কাল পেয়ে কুলাঙ্গার জুটিল আসিয়া,
ভাসিল ত্বরিত তোরে তরীতে তুলিয়া !

"ফিরিয়া তটিনী তটে, জানিলাম ঘাটে ঘাটে,
এসেছে তরণী বটে—পামর, পামরী—
কহেনা কেহই হেথা—কোথা তারা—তরি !

অন্তরে উপজে দুখ, দুর্ দুর্ করে বুক,
রক্ষিতা নারীর কথা হইল স্মরণ,
চাপিয়া যুবার মুখ বলিনু তখন—

"দুঃখ তব পরিহর, ডুবিয়াছে সে পামর,
মৃণাল পেয়েছে কূল অকূল পাথারে,
আইস আমার সনে দেখাব তাহারে।"

যুবক যে শ্বাস ফেলি চাহিল যে আঁখি মেলি,
বুঝিনু অধীর অতি—বিরহ বিধুর—
নীরবে মরম কথা কহিল প্রচুর !

কিন্তু কি ভাবিয়া পুনঃ, আকুল হইয়া দুন,
কহিল আমারে অতি মৃদু মৃদু স্বরে—
"কি ফল মৃণালে হেরে—রাখিয়া বা ঘরে !

"আর না প্রবৃত্তি যায়, দেখি তায় পুনরায়,
ভুজঙ্গিনী কে কোথায় হৃদয়েতে ধরে ?
তুলিয়া কণ্টক মালা কেবা কণ্ঠে পরে ?

"সামান্য বনের পাখী—দিনেক পিঞ্জরে রাখি,
যতন করিলে তারে—সেও পোষ মানে ;—
কেমন পিশাচী, মায়া নাহিক পরাণে !

"নানা ফুল নানা সাজে, বসিয়া তাহার মাঝে,
অধরে যে মধুকর মধু আহরয়,
অধরে যে রচে চক্র হেন সুধাময়,

"সে যদি ফুটায় হুল, কার না হে প্রাণাকুল ?
আপাদ মস্তক জ্বলে বিষের জ্বালায়—
মধুকর—ভেবে তায়—জ্বালা কি জুড়ায় ?

"জনক জননী হায়, কি বিদ্যা শিখাল তায় !
অনারী আচার কেন সে বিদ্যা প্রভাবে ?
দুহিতা চরিত্র পানে চাহে না মা বাপে !

"পবিত্র প্রণয় ভুলে, কলঙ্ক কুসুম তুলে,
কুহকে গাঁথিয়া মালা দেয় উপহার—
কুল সুতা তায় পিতা করে না বিচার !

"প্রসন্ন আননে হেন নবীন কালিমা কেন ?
রাহুতে গ্রাসিছে যেন পূর্ণ শশধর !
কোন্ পাপে দিন দিন শীর্ণ কলেবর ?

'হায় কি কপাল মোর, দুঃখের নাহিক ওর !
জানি তোর ভালবাসা নাহিক আমায়—
তথাপি বাঁচিনা কেন না দেখি তাহায় !

"কি হবে সে কথা তুলি !" বিন্দু দুই অশ্রু ফেলি
কহিল আবার যুবা মম কর ধরি—
"হায় সখে ! অসতী সে মৃণাল সুন্দরী !"

হেন কালে আচম্বিত, ঘাটে আসি উপনীত
অদূরে সুন্দরী এক—আলু থালু কেশ,
বদ্ধ-পরিকর, যেন বীর নারী বেশ—

সরোষে, সজল চক্ষে, বারেক আঘাতি বক্ষে,
তুলিয়া দক্ষিণ ভুজ ভ্রূকুটি করিয়া
কহিল জাহ্নবী পানে দশন টিপিয়া—

"পবিত্র সলিল ধারা, বল্ তোরে বলে কারা ?
'মা' বলে জুড়ায় অঙ্গ অবগাহি তোয়ে
কোন্ পাপে অনুতাপে তোর নাম লয়ে ?

'পাষাণ দুহিতা তুই, নহিস পাষাণী বই,
উদরে পুরিস্ যা তা পাইস, রাক্ষসি—
ও পেট ভরেনা তোর ধিক্, সর্ব্বনাশি !

"তোরে যে প্রণয় করে, অচল উদরে ধরে—
সেও ত রাক্ষস ওলো বেড়িয়া ভাবিৎ,
খা খানা দুজনে মিলে সমস্ত জগৎ!

"মায়াহীনা হতভাগি! তোরে আর বলিব কি?
থাকিতো ক্ষমতা মোর পলেক ধরার,
পেট চিরে লইতাম কাড়িয়া তাহার—!"

চিনিয়া নারীর স্বর, উঠে যুবা থর থর,
কাতল সরোবে তাকে, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস—
"এখন (ও) মৃনালি! তোর তাহারে প্রয়াস?"

দ্রুতপদে নামিয়া সে, আসিল যুবার পাশে,
চাহিয়া সে মুখ পানে সিহরি উঠিল,
শোণিত ধাবিত বেগে মস্তক ঘুরিল।

কহিল সে যুবা পুনঃ "জগৎ জানিল গুণ---
কেন আর মনাগুণ জ্বালিতে আসিলি?
ডুবালি কলঙ্কে কুল—ডুবিয়া বাঁচিলি?

'কোন্ নারী ধরাতলে, পতিকে 'বানর' বলে?
আপনি 'মুকুতা হার' তাহার গলায়
দুলে দুলে উপহাসে শোভেনা তাহায়?

"হিন্দুকুলে হলি ছিছি—ঢলাঢলি মিছামিছি—
আরো কত শুনিয়াছি রূপের গরিমা—
পড়েছ 'চাষার' করে 'সোনার প্রতিমা' !

"কখন নিশীথে তারা, নিরখিয়া হতে সারা—
অমনি 'বিগত কাল' করিয়া স্মরণ
মুহ্যমতি হতে অতি চিন্তার মগন

"কখন চাঁদের সনে, কথা ক'তে সংগোপনে—
সাধিতে সখীরে ডাকি কহিতে তাহায়—
'বাঁচেনা বাঁচেনা প্রাণ বিরহ জ্বালায়' !

"পূর্ব্বজন্মে বাদাবাদী—তাই বল বিসম্বাদি
হয়েছি তোমার সুখে—পতি রূপ ধরে,
দংশিছি বিষাক্ত কীট পশিয়া অন্তরে ?

"পুরুষ আমার মত হতভাগ্য পতি যত
কর্ম্মফল ভুঞ্জে তারা, বল, মায়াবশে ?
'বামন' হইয়া চাহে চন্দ্রমা পরশে ?

"বলেছ, 'পুরুষ জাতি—আজনম পক্ষপাতী—
মায়া হীন,' নারী প্রতি করিতে তাড়না—
কত দোষী তারা নিজে ভাবিয়া দেখেনা ?

"হিন্দু বালা, বল হায়! চিনেনা জানেনা যায়,
তার করে সমর্পিয়া সর্ব্বস্ব রতন,
'অধীন' হইয়া থাকে যাবৎ জীবন?

"না হয়ে স্বাধীন, যারা তোমা মত কুলাঙ্গারা,
কোন্ মুখে বল তারা স্বাধীনতা চায়?
যে চাহে তাহারে ধিক্—ধিক্ সে দাতার!

"আপন রূপের ডালি—দাও গিয়া তারে ঢালি!
সে গিয়াছে ওই পথে—যাও ওই পথে,
ঘুচাও কলঙ্ক নাম নারী কুল হতে!"

এদিকে নিশীথ কালে অঘোর নিদ্রার জালে
আবরি অবনীতলে প্রাণী মাত্র সবে
সুখদা সুষুপ্তি শান্তি বিতরিয়া ভবে—

তাহাতে প্রকৃতি সতী নীরব মলিন অতি—
যেন কোন লজ্জাবতী অসতী হেরিয়া—
অধোমুখ চন্দ্রালোকে আনন ঢাকিয়া।

সশোক বিরহানলে নারীর হৃদয় জ্বলে
তাহাতে পতির উক্তি—কটুতার শর
একেত কলঙ্ক কথা—তাহে আমি পর—

বিকল হইল চিত্তে ভাবিল না হিতাহিতে
কঠিন বাঁধিল হিয়া মরিতে তখনি—
বিদ্যুৎ চকিতবৎ ছুটি মৃণালিনী—

গভীর সলিলে গিয়া পড়ে হায় ঝাঁপ দিয়া—
রাহুগ্রস্ত শশি অস্ত যেমন তিমিরে—
ডুবিল মৃণাল মুখ প্রবাহিণী নীরে !

সুখের সংসারে যেন সে কেহই নয় । *

বিধবা রমণী তুমি রে হেথায় !
তবে কেন বৃথা কর হায় হায় ?
দেশ দেশান্তরে পাপীয়সী যারা
পাপাচারে শেষে হয়ে কদাকারা
কাল স্রোতে ভাসি হিন্দুস্থানে আসি
প্রায়শ্চিত্ত হেতু জনম লয় ।

তারাই বিধবা তরুণ বয়সে,
তারাই বঞ্চিত সুখ সাধ আশে,
তারাই পায় না পরাণের পতি,
তারাই হেথায় সদা অশ্রুমতি,

---

* পরিত্যক্ত বিধবার প্রতি স্বজন উক্তি ।

তারা ত কেবল নারকীর দল—
সুখের সংসারে কেহই নয়।

নিজ কর্ম্ম ফলে ভোগিছ সকলে,
দহিছ সতত হৃদয় অনলে—
অনিবার হায় প্রজ্বল শিখায়
সুখ স্বাস্থ্য আশা ভস্মসাৎ প্রায়—
দিবা নিশি যারে মারে বল কে তাহারে
বাঁচাতে সাহসী হয়েছে কোথা ?

উঠ উঠ মিছা কাঁদিয়া কি হবে ?
যত দিন গ্রহ রবি, চন্দ্র, রবে
ধর্ম্মের শাসন, পাপের তাড়না,
তত দিন তব দুখ ঘুচিবে না :
দুখ বিধবার নহে ঘুচিবার
যত দিন মোরা বাঁচিয়া হেথা :

কাল প্রতিকুল—বিধবার ভোগে!
সদা মনস্তাপে জ্বর জ্বর রোগে
অভাগী কেমন! নিদয় শমন
ফিরাইয়ে নয়ন করে পলায়ন—
দণ্ড সমুচিত বিনা সে কচিৎ
কখন তাহারে পরশে আসি।

আপন সংসার নাহিক তোমার—
খাও পর যার এ জনমে তার
ক্রীত দাসী যত থাকে যেই মত
তুমিও তেমতি থাক গিয়া রত
গৃহ-ভার লয়ে কটু কথা সয়ে
অন্তরে পুড়িয়া অধরে হাসি।

বসন ভূষণ ত্যজিয়া এখন
অনশনে ব্রত কর উদ্‌যাপন,
ব্রহ্মচর্য্য বিধি সাধ নিরবধি,
অতীত জীবন ভুলিয়া যাও।

ত্যজি অনুরাগে, উপজি বিরাগে
প্রণয়ের খনি বুজাও এখনি;
স্মৃতি হৃদপিণ্ড করি খণ্ড খণ্ড
বিস্মৃতি অগাধে ফেলিয়া দাও।

বৃন্তচ্যুত ফুল ধরায় পড়িয়া—
সেইরূপ রূপ যাক শুকাইয়া,
নয়ন বিজলী যাউক গলিয়া,
হাসি নাহি ফুটে মলিনাধরে,
সোনার প্রতিমা জীর্ণ কলেবর,
বিষাদে সতত জ্বলুক অন্তর,

প্রায়শ্চিত্ত তবে হইবে সত্বর
বৈধব্য যাতনা ঘুচিবে পরে।

দেখ দেখ চেয়ে প্রকাণ্ড শরীর
অভ্রভেদী চূড় ওই যে মন্দির—
দেশাচার নামে বিখ্যাত ভারতে
পুরাণ পদ্ধতি পূজার তরে।

নারী অশ্রুবিন্দু ধরি সিন্ধু কায়া
রয়েছে চৌদিকে তরঙ্গ তুলিয়া—
কিন্তু সাধ্য কই ভাঙ্গে একবিন্দু
বুনিয়াদ যার প্রত্যেক ঘরে।

জ্বলে ত অনল বিধবা হৃদয়ে,
বাষ্প শিখা তার দীর্ঘ শ্বাস বহে,
শত শ্বাস মিলি, জোর বায়ু তুলি,
আঘাতে সজোরে পাষাণ কায়—

দারুণ বিষাদে কটাক্ষ বিজলী—
অবিরত হানে দশ দিশা হতে,
সতত বাসনা উপাড়িয়া ফেলি
যথেচ্ছা আচার প্রতিষ্ঠে তায়।

প্রাচীন কালের কেমন গঠন
অচল অটল রয়েছে তেমন,

ভূমিকম্পে নড়ে তথাপি না পড়ে,
ঝড়ে জলে বাজে কি করে তার ?

বিদ্যাসাগরের, অথবা হেমের,
অথবা নবীন, অথবা সেনের,
অথবা সহস্র করুণ জনের
কাঁদুক পরাণ যেমন যার—

পাষাণ হৃদয় রোদন না মানে,
ভাল মন্দ কিবা বিচার না জানে—
গড়িয়াছে যারা, সেকালের তারা,
একালের এরা ভাঙ্গিবে তায় ?

গাই উচ্চ তানে নগরে নগরে
উত্তেজিয়া কার সতী বিধবারে,
নিবান আগুন প্রজ্জ্বলিত করে,
তাদেরে অসতী করিতে চায় ?

আছে যারা স্থির উঠিবে নাচিয়া,
দ্বিগুণ দহনে মরিবে জ্বলিয়া,
বিয়ে হওয়া দূর—নিরাশায় হায়
মনস্তাপে মুখ শুকা'য়ে যাবে।

আছে সাধ্য কার করুক প্রচার
বিধবা বিবাহ !—শুদ্ধ ব্যভিচার !

তথাপি তাহার এত অহঙ্কার ?
ছি ছি ছি ভারতে গতি কি হবে ?

সতীত্ব রতন—হারায় কি ধন—
পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝে কি কখন ?
সতীত্বের বল দেখেছে কে বল ?
মৃত্যু পরাভূত সাবিত্রী কাছে !

ভেবনা ভেবনা, ভারত অঙ্গনা—
অবলা সরলা হ'ক পরাধীনা—
সতীত্বের বলে প্রসিদ্ধ ভূতলে,
কোন্ দেশে তার তুলনা আছে ?

বিলাসে যে নারী মর্য্যাদা না করে,
ভাবি-সুখ আশে আশু দুখ হরে,
বৈধব্যের ব্যথা তার কাছে কোথা ?
সেই ত রমণী—সেই ত সতী !

করি হাহাকার কাঁদে অনিবার,—
এ স্বল্প বিচ্ছেদ অসহ্য যাহার,
তার ভাগ্যে হায়, সুখ বা কোথায় ?—
ব্যভিচারে সুখী বিলাসবতী !

শুনিয়া সান্ত্বনা কুলের ললনা

বিরলেতে গিয়া গলে বস্ত্র দিয়া
কাঁদিয়া প্রণমে বিধাতা পায়—

কর জোড় করি, ঊর্দ্ধে নেত্র মেলি,
পাপ প্রলোভন দিয়া জলাঞ্জলি,
এবং জীবন সতীত্ব রতন
তবে রক্ষিতে—সামর্থ্য চায়।

সাধ।

কি বিষাদে মন সাধে দিয়া জলাঞ্জলি—
পরিহরি বেশ ভূষা, স্বাস্থ্য পরিহরি,
চিত্ত প্রফুল্লতা, হাস্য, আমোদ কৌতুক-
আহারে বিহারে সদা উদাসিনী কেন ?
কেন তার এ যৌবনে সংসারে বিরাগ !

পশিয়া পামর কীট কোটি কোটি ফুলে—
গরল ছড়ায়ে দেয় দংশিয়া তাহায়,
বাহিরের রূপ ছটা অন্তরের সুধা,
হৃদয় সুরভি সব করিয়া হরণ,

হুতাশ প্রবেশি বুঝি তাঁহার অন্তরে
বিষাদ বিষের জ্বালা ছড়ায়েছে তায়,
তাই সে মোহন নাই, আনন মলিন,
অবিরত অবনত নেত্র অশ্রু ভরে
মন দুঃখে [illegible] বাঁধিয়া দিলে ;

সতত যতন, তার পূরাই বাসনা,
পূরাই মনের সাধ, এই কালে যাহা
জাগিতেছে অহরহ অভাগা অন্তরে—
পাইতাম বিধাতারে— কহিতাম তায়
জানি তাহা পুরিবে না— সাধিতাম তবু
[illegible] সাধ আর

মেঘান্তে শরত শশী পাইলে নিকাশ
নিঙাড়িয়া সুধা তার নির্ম্মল জোছনা
মাখাই তাঁহার মুখে, হাসাই আবার—
ফুটাই অপূর্ব্ব ফুল সরসী অধরে—
ফুটে কি তেমন আর নন্দন কাননে ?

আকাশ কুসুম দুটি মোহিনী লতায়
আছে চির প্রস্ফুটিত কল্পনার মম,
তাহতে আনিয়া আমি অপূর্ব্ব মাধুরী
ঢালিয়া তাহার সেই নয়ন যুগলে,
আমিই নিরখি তাহা মাত্র নিবাখিয়া !

ত্রিযামা নিশায় শশী, বৃষ্টি অবসানে
ঢালিলে সুধাংশু রাশি প্রশান্ত সলিলে—
ফুটিয়া তারকা নাচে, কুমুদ ফুটিয়া,
শশী ফুটি তার সনে আনন্দে বিহরে—
মন্দ মন্দ সমীরণে ঝিকিমিকি রেখা

মাঝে মাঝে দেখা দিয়া সলিলে নিশায়,
ছাঁকিয়া সলিল সেই তুলিয়া বসন—
খচিত কুমুদী, তারা কুমুদী রঞ্জনে—
আবরিয়া অঙ্গ তাহে নিরখি তাহার
কেমন দেখায় তলে "কনক লহরী"।

ফুটিলে তারকা গুলি অমার নিশায়
ভ্রমিয়া আকাশ পথে বেছে বেছে তুলি,
স্থায়ী করি চপলারে হরিতে ভুলায়ে
সেই সূতে গাঁথি হার, অনুরাগ ভরে
দোলাই তাহার কণ্ঠে হেরি আঁখি ভরি

কোমল প্রসূন কত নির্জ্জন কাননে
অদৃশ্যে ফুটিয়া হায় অদৃশ্যে শুকায়—
প্রকৃতির উপহার বসন্তের পদে—
তুলিয়া কৌমার্য্য রাশি বিছাই আসন
বসায়ে তাহায় করি মলয় ব্যজন—।

হৃদয়ের যন্ত্রে বাঁধি মমতার সুরে,
বিচ্ছেদের দীর্ঘ শ্বাস—তালে তানে, তাহে
গাহিবে মরম, প্রিয়া করিবে শ্রবণ—
জানিবে লুকান কথা অভাগা অন্তরে—
ভালবাসা ভাসে নাক বুঝিবে তখন !

সাধ মাত্র এবে—

আপনি জলদ হই, সৌদামিনী সেই—
হাসিয়া মৃদুল হাসি খেলে পাশে পাশে ;
এক বৃন্তে দুটি ফুল মলয়ে দুলিয়া
অবাধে মনের সাধ পূরাই নির্জ্জনে ;
অথবা—অরুন্ধতী—উদিয়া আকাশে—

নিদয় কালের ছেদ—দিন, মাস, বর্ষ,
দিবারাতি মিশাইয়া ঘুচাই সে সব ;
দিই না কালেরে আর দিন গণিবারে,
মরণ বসিয়া রয় কাল প্রতীক্ষায়,
আমরা সম্ভোগী কিন্তু অনন্ত যৌবন।

সকল নিয়ন্তা হ'ক হৃদয় বাসনা,
যথা ইচ্ছা যাই আর যাহা ইচ্ছা করি—
জগতের যত সুখ একধারে বহি
প্রণয়ের স্রোতে সদা ভুষুক যুগলে,
পরস্পর প্রতিরূপ নিরখি তাহায় !

দুঃগ্ধে ননি নীল যথা কুসুমে সুরভি,
স্নিগ্ধতা অনিলে আর স্বাদিতা সলিলে,
সঙ্গীতে মোহিনী শক্তি সৌন্দর্য্যে মাধুরী
যৌবনে লাবণ্যাধিক, কায়া সাথে ছায়া,
তাহাতে আমাতে ঠিক্ সেই মত রই !

দেখ্‌রে বিহগ এবে বুক ফেটে মরে !

হায় সে নয়ন দ্বয় সতত আপ্লুত রয়
কেবা তার অশ্রুধার করিবে মোচন,
প্রফুল্ল আনন তার মলিন এখন !

হৃদয় সন্তাপানলে ভাসে বক্ষ অশ্রু জলে,
কি বলিতে কি যে বলে পাগলিনী প্রায় !
জানেনা কখন দিবা নিশি আসে যায় !

জ্বলন্ত অনল চিতে নাহি কেহ নিবারিতে,
বাষ্প তার অশ্রুধার নয়নেতে বহে,
কারে বা কহিবে সে যে কত জ্বালা সহে !

হারায়েছে যে রতনে ফেরে তার অন্বেষণে
এক মনে স্থানে স্থানে খুঁজিয়া বেড়ায়,
না পেয়ে কাতর হয়ে ভূমিতে লুটায়।

আবাসে আবাসে ফেরে, তথাপি না পায় তারে
মরমে প্রাণের কথা কহে না ফুটিয়া,
মরমে মরম ব্যথা রাখে সে চাপিয়া!

যেখানে পাইয়াছিল সেই খানে হারাইল!
বিধি যারে দাগা দিল বাঁচে সে কেমনে—
তাই সে ত্যজিতে চায় অসার জীবনে!

অথবা যোগিনী বেশে যেতে চাহে দূর দেশে,—
রহিতে অজ্ঞাত বাসে যাবত জীবন,
কাটিতে রজনী দিবা করিয়া রোদন!

কেন বা পরাণে তার হেন লজ্জা মমতার
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল নিরাশ দলনে!
কেন সে বাসিল ভাল উদাসীন জনে!

হেরে তার কাতরতা গেলাম উদাসী যথা
দেখিলাম হেট মুখে বসিয়া সে জন
অকূল চিন্তায় যেন রয়েছে মগন।

ললাটে নিরাশ রেখা অধরে বিষাদ লেখা
সরল হৃদয় দগ্ধ দুখের অনলে,
নয়ন পলক শূন্য ভাসে অশ্রুজলে।

তুলিল আনন যবে, ভাবিলাম কথা কবে,
কহিনু না কোন কথা মরম ব্যথায়
না ভাবি তাহার ভাব কহিনু তাহায়।—

"উদাসীর ভাব যার এ কি তার ব্যবহার
প্রাণ মন অবলার হরিয়া বেড়ায়
অধিনী দুখিনী পানে ফিরিয়া না চায়?

শুনিল সে মন দিয়া কাঁদিল তাহার হিয়া
শুকাল শরীর তার শুকাল অধর
রুদ্ধকণ্ঠে মন-ভাব কহে অতঃপর।—

"আমি ত উদাসী নই উদাসীর মত বই
গৃহ দারা পরিবার আছে মম ভবে;
কিন্তু হে আশ্রমী সুখী হইয়াছে কবে?

"হইয়া আশ্রমবাসী বস বাসে পাশাপাশি
মিছে ভালবাসাবাসী—যতনে মন্থিয়া
কি কাজ অমৃত আশে গরল তুলিয়া"?

মুদিল নয়ন পুন আকুল হইয়া দুন
খুলিয়া আবার তাহে তুলে স্বর্গ পানে
কহিল লুকান কথা যা ছিল পরাণে—

"পরের নয়নে বারি দেখিতে যে নাহি পারি
তবু যে নিবারি তাহে নাহি সে ক্ষমতা।
এ পোড়া হৃদয়ে তবে কে দিল মমতা।

"আমার যতনে তার হয় যদি উপকার
প্রতিকূল দেশাচার ভ্রূকুটী দেখায়
কতই নিদয় জনে ডাকিয়া জুটায়;

"কলঙ্ক নিশান তুলে নাচে শত্রু কুতূহলে!
আমার কপালে বিধি এত দুঃখ লেখা?
কাঁদায় আমারে তোর ধিক্ রঙ্গ দেখা!

"কহিব মুখের কথা জুড়াবে সে মন ব্যথা
হায় কি দেশের প্রথা ইথেও বিরোধি?
হায় রে চিত্তের বেগ কেমনে বা রোধি!

"ভৌতিক পিঞ্জরে কেন পূরিলি বিহগ হেন
দিবি যদি মুখ এঁটে জনমের তরে?
দেখ্ রে বিহগ এবে বুক ফেটে মরে!

"অপরে করিয়া স্নেহ যদি দোষী হয় কেহ
হয়েছি আমিও দোষী অসার সংসারে
দণ্ডিতে বাসনা থাকে দণ্ড রে আমারে।

"দণ্ডিবে আমারে তুমি তোমারে দণ্ডিব আমি
এ হেন হৃদয় ছিঁড়ি ছুড়িয়া ফেলিব
তুমি যে নিষ্ঠুর কত জগতে ঘোষিব।

"তোমার প্রদত্ত হৃদি তুমি ফিরে চাও যদি—
এখনি প্রদানি তাহা কাজ কি আমার ?
চিনির বলদ মিছে সহি এত ভার !

"স্নেহ কি যন্ত্রণা মাখা ! সে স্নেহ হৃদয়ে রাখা
ব্যবহার নাহি যার প্রয়োজন তায় ?
নিরাশ্রয় মমতা সাধি ক্ষমতা কোথায় !"

উদাসী নীরব হল ; ফোটা দুই অশ্রুজল
কপোল বহিয়া তার ভূতলে পড়িল—
নিশার স্বপন একি জাগ্রতে ফলিল !

বঙ্গ বিধবা।

"ভাইতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ যে,
না হলে এমন দশা নারী আর কৈ রে !"
এ হেন উচ্ছ্বাস যার হৃদয় ভেদিয়া
কাঁদাইল কত শত মরমে পশিয়া ;—

বিদ্যাসাগরও—যাঁর বিধবা'র তরে
অবিরত অশ্রুধার নয়নেতে ঝরে ;—
তাঁরাই কালের স্রোতে হ'লেন নীরব !
তবে আর এ ভারতে কার কথা কব ?
পুরুষ শাসনকর্ত্তা, পুরুষ স্বাধীন,
কদাচারে বিবেকেরে করেছে মলিন,
দয়া—কারে বলে তাহা মনে আর নাই,
করে আগে, ভাবে পরে, মনে আসে যাই ;
তাইত ভারতে এত ঘটিছে জঞ্জাল,
এ উদ্ধারে মন্দ বলে কাটাইছে কাল।
সম্মুখে কাঁদিছে বসি সহোদরা ওই !
বৈধব্য দারুণ ব্যথা সহে তার কই ?
দুহিতা মায়ের পাশে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
মায়ের স্নেহের প্রাণ—শোক তার বাড়ে !
"কি বলিব, দেশাচার !" কহে দুহিতারে
"কেমনে সান্ত্বনা করি বল মা তোমারে ?"
কেহ বা ধমকু দিয়া চমকে কন্যায় ;
নিরাশে বিধবা কর আঘাতে মাথায় ;
হায় হায় বিধাতারে ডাকে ম্লান মুখে,
অহর্নিশি কেঁদে কেঁদে কাটে দিন দুখে ;
সকলের দুঃখ ঘটে রহেনা ত চির,—
বিধবার অবিরাম বহে অশ্রুনীর ;

ষড়ঋতু বার মাস যাইছে আসিছে,
বিধবা রমণী কিন্তু সমান কাঁদিছে ;
উৎসবের দিনে মরি দীনা হীনা প্রায়,
সম্মুখে বিধবা নারী চলি যবে যায়—
স্নেহ নাই, দয়া নাই, হউক অসার,
বল তবু কাঁদে কি না অন্তর তোমার ?
যদি কাঁদে তবে কাঁদে কিসের কারণে ?
ভাবিয়া দেখ না কেন একেক বার মনে ?
দুখের সংসারে সুখী কে না হতে চায়,
চির দুঃখী করে তবে কেন রাখ তায় ?
পত্নীর বিয়োগে সবে গৃহশূন্য কয়,
সন্তান সন্ততি যেন তারা কেহ নয়,
সেই ঘর সেই দ্বার একের বিহনে,
অরণ্য সমান লাগে পুরুষের প্রাণে !
তবে কেন বিধবার প্রতি প্রতিকূল,
হাসিয়া শাসিতে চাও হলে সে ব্যাকুল ?
শত শত আশা পূর্ণ হয়েছে যাহার,
এক আশে হতাশ সে—দশা দেখ তার।
এক মাত্র আশা যার না হতে উদয়,
কালের উদরে পশি হইল বিলয় ;
সে কেমনে প্রাণপণে হৃদয় ছিঁড়িয়া
সুখ স্বাদে কি বিষাদে সকল ভুলিয়া,

ব্রহ্মচর্য্য মন্ত্র লয়ে ত্যাগ শিক্ষা করি
কাটিবে জীবন দেহ রক্ত মাংসে ধরি ?
সকল(ই) সম্ভব হয় তাহার(ই) বেলায়,
শাস্ত্রের দোহাই হায় তাহার(ই) বেলায়,
বাসনা, সংযম, বিধি, তাহার(ই) বেলায়;
পুরুষ বিধান দাতা তাহার(ই) বেলায় !

করুণ হৃদয় ! দেখ এক বার,
বিষাদে বিপন্ন ওই বিধবার
মুখ যে মলিন হয় দিন দিন,
চাহ রে চাহ রে নয়ন খুলে ।

সমাজ কাহার, কার দেশাচার,
কার প্রতি বল করে অত্যাচার ?
আমরাই সব, থাকিলে যতন
দিতে পারি সব কু প্রথা তুলে ।

শিশু। *

অকালে কেনরে শিশু লইলি বিদায়!
কয় দিন তরে বল,
ধরিলি এ হেন ছল,
দরিদ্র কুটীরে আসি জনম লইলি,
হাসিলি ভাসায়ে সুখে, শেষে দাগা দিলি!

পীড়িত শয্যায় তোর প্রসূতী ব্যাকুল,
সুসুথ শিশুর মত
হাসিলি কাঁদালি কত—
রহিলি আপন মনে আনন্দে বিভোর,
কে জানে অন্তরে কাল প্রবেশিছে তোর!

স্বজন কাতর তোর সহোদরা লয়ে,
বুঝিয়া সুযোগ ভাল
আবির্ভূত ব্যাধি কাল
নবদ্বার রুদ্ধ করি হৃদয় চাপিল,
হায় রে আননে তোর সে হাসি লুকাল!

* শিশুর মৃত্যুর পরদিবস লিখিত।

শুকাল অধর, তনু করিল অবশ,
একে নাই বাক্ শক্তি
কে করে যাতনা উক্তি !
অন্তরে অন্তরে তোরে পীড়িল নিদয়,
কোন্ ব্যাধি কি ঔষধি না হল নির্ণয় !

প্রকাশিল রোগ যবে কায়িক বিকারে,
ঔষধ রসনা তলে,
গলা না উদার গলে,
চিকিৎসা অসাধ্য হল—হায় সে যামিনী
বিগত—এখন (ও) যেন কি কাল রূপিণী !

মেঘ বৃষ্টি ঝড় তায় ভীষণ আকারে !
মিশিয়া আঁধার সনে
হতাশ করিয়া প্রাণে
কে যেন কহিল কানে "বৃথা আশা তোর,
আজি কার হয় কি না হয় নিশি ভোর !"

পোহাইল সেই নিশি—আশার সঞ্চারে
ঊর্দ্ধ মুখে ধাই ছুটে
কহি গিয়া কর পুটে
চিকিৎসকে সঙ্গে লয়ে ফিরিলাম বাসে—

কিন্তু কি অভাগা আমি! করিনু যতন,
সব শ্রম বৃথা হল!
ক্রমে যে ফুরায়ে এল
ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র প্রাণ লঘু শ্বাস তোর—
ক্রমেতে ব্যাপিল তোরে অচৈতন্য ঘোর!

আহা বাছা কত দুঃখ সহিয়াছ তুমি!
সঙ্কোচি প্রত্যেক অঙ্গ
পলে পলে শ্বাস ভঙ্গ
নয়ন উরধে তুলি ঢুলায়ে পল্লবে—
কি যাতনা! সে যাতনা কত ক্ষণ সবে?

কণ্ঠে শ্বাস ধুকু ধুকু ক্ষীণ কলেবর,
আকৃতি বিকৃতি হেন,
সে তুমি নওরে যেন—
শেষ দেখা দৃষ্টিপাত পলকের তরে,
হায় বাছা সারা হলে চক্ষের উপরে!

ক্ষুদ্র মুখে ক্ষুদ্রাধর করিতে স্পন্দন,
পয়ঃ পান বাসনায়
নাড়িতে রে রসনায়,
সে অধর সে রসনা অস্থির স্পন্দনে
নির্ব্বাসিল প্রাণ-বায়ু ঊর্দ্ধ আকর্ষণে!

গেলি গেলি শিশু কিন্তু যাইবি কোথায় ?
কে তোর কোথায় আছে,
যাইবি কাহার কাছে,
কে তোরে আদর করে মুখে স্তন দিবে,
কে তোরে আদর করে চুম্বন করিবে ?

কে তোরে যতন তত করিবে রে বল ?
জননী হইতে ভবে
কে তোর আপন হবে ?
পুনঃ কি অন্যত্র গিয়া জনম লইবি,
পুন কি অপরে দাগা এইরূপে দিবি ?

নয় মাস দশ দিন গরভে বসতি,
সে জ্বালা অল্প কিরে,
তাই জন্মি ফিরে ফিরে.
মরমে বেদনা দিস্ কত বাপ মায়---
শিশুর অন্তর পূর্ণ এত ক্রুরতায় ?

যা, যা, যথা ইচ্ছা তোর চাহি না জানিতে,
অনুরোধ তোর প্রতি
ভারত ত্যজিলি যদি
চাস্‌নে বাস্‌নে ফিরে এদেশের পানে,
ফিরিতে বাসনা যেন হয় নাক প্রাণে।

* * * *

মরি মরি
শূন্য কায় এবে হায় পড়িয়া ধরায় ;
নশ্বর যে কলেবর
কেন রে কঠিনতর,
কোমল কমল কর-পল্লব দুখানি,
কেন রে চরণ তোর কঠিন এখনি ?

মুদিত নয়ন দুটি চাহিবে না আর !
অধরে মসীর ছোপ,
লাবণ্য পেয়েছে লোপ,
এ জনম তরে হাসি ফুরাল তাহায় !
কে সাধিল বাদ হায় কে হরিল তায় !

মুখের গঠন এবে ভাঙ্গিয়াছে হায়,
ললাটের প্রান্ত দুই
বসিয়া গিয়াছে ওই,
কালিমা পড়িছে মরি নয়নের কোলে,
দেহের জীবন্ত ভাব সব গেছে চলে !

হৃদয়ে যে ধুক্ ধুক্ করিত পরাণ—
নাহিক স্পন্দন তার,
নাহি সাড় অঙ্গে আর,

আর নাহি জড় দেহে তোমার তুমিত্ব—
জগতে পেয়েছে লোপ তোমার অস্তিত্ব !

এই ত সময় শিশু ভুলিব তোমারে,
কিন্তু কি অবুঝ হিয়া
ও দেহে চেতনা দিয়া
আবার স্মৃতির দ্বারে পূর্ব্বকথা তুলে,
আমি ত ভুলিতে যাই হিয়া নাহি ভুলে ।

সশরীরে অগোচর মৃত যদি হ'ত,
সে এক অপূর্ব্ব হ'ত,
হ'ত না যাতনা এত !
তোমারি আধার এ যে পড়িয়া এখানে—
ভাসাব, পোড়াব, কিম্বা পুঁতিব কেমনে !

রাখিবার যো নাই রাখিলে না রবে !
যাই তবে লয়ে যাই,
যে যা বলে করি তাই,
হায় প্রাণ কেঁদে ওঠে হৃদি ফেটে যায়
যাহে প্রাণ, প্রাণ দিয়া উহারে বাঁচায় !

যে বাহু আদরে তোরে আলিঙ্গন দিয়া
দোলাইয়া নাচাইয়া
হৃদি'পরে শুয়াইয়া

পেয়েছিল সুখ কত সুখ দিয়া চিতে,
আজ তারে ভার দেয় এ কারে বহিতে—?

* * * *

নিস্তব্ধ নিশীথ কালে জাহ্নবীর কোলে,
বাছিয়া নির্জ্জন স্থল,
খুদিয়া ধরণী তল,
আমরি
শুয়ালাম দেহ খানি সামান্য শয্যায়—
দেখিলাম, ঢাকিলাম, ত্যজিলাম, হায় !

নয়ন ।

অহো হো নয়ন ! তোরে নিরমিল রে
কোন্ উপকরণেতে বলিয়া তা দে ।
ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুত, আকাশে,
বিষাদে, উল্লাসে, প্রেমে, অথবা বিলাসে—
খুঁজিয়া জগৎ ভোর
পাইনা তুলনা তোর,
জীবন ফুরায়ে গেল দেখিতে দেখিতে;
থাকিতে নয়ন মারি নয়নে চিনিতে !

মাটির হইলে তুমি হইতে কঠিন,
সলিলী হইলে হতে অনল বিহীন;
অনলে হইলে কেন
সলিলে ভাসিবে কেন ?
বাতাসে জন্মিলে তুমি স্থির রহিতে না,
আকাশেতে—প্রতিবিম্ব কভু ধরিতে না।

বিষাদে ? হাসিবে কেন মোহনে পুরিয়া ?
উল্লাসে ? বিষণ্ণ কেন ঝুরিয়া ঝুরিয়া *
প্রণয়ে উদয় যার
কটাক্ষে গরল তার ?
বিলাসী উন্মত্ত সদা স্বার্থপরতায়,
তুমি কাঁদ পর দুখে সময় সময়।

প্রণয়ী হৃদয়ে যবে পীযুষ উছলে—
বিন্দু বিন্দু ঝরে যার মৃদু দৃষ্টি ছলে,
চেয়ে থাক মুখ পানে
কে যেন হৃদয় টানে,
কি জানি কি ইন্দ্রজাল বিলোল কটাক্ষ
মজিয়াছে, মজায়েছে, করেছি প্রত্যক্ষ !

বাঁধিয়া কবরী নারী রাঙ্গিয়া অধরে
বিলাসে আপন ছবি নিরখে মুকুরে,

আপন মাধুরী হেন
আপনি সম্ভোগে যেন,
আপন নয়ন পানে আপনি চাহিয়া
কত কি নিরখে যেন অতৃপ্ত থাকিয়া।

বহুকাল বিরহের শত জ্বালা সয়ে
বিসর্জ্জিলে সুখ-আশা হত-আশ হয়ে,
পরস্পরে নেত্রপাৎ
হয় যদি অকস্মাৎ,
সংজ্ঞাশূন্য ভাব পূর্ণ নির্ব্বাক নয়নে—
হাসায় কাঁদায় যাহা পশিয়া মরমে—

আলুথালু বেশে বালা চপলার গতি
পর পুরুষের চক্ষে পড়ে গিয়া যদি,
পলকে চাহিয়া দেখে
অমনি বদন ঢেকে
তড়িতে লুকায় লাজে কম্পিত কায়ায়,
দুরু দুরু করে বুক নেত্রে দেখা যায়।

বিলাস আশক্ত পতি—ধরি তার করে
নিষ্ফল সাধিয়া সতী নিরাশ অন্তরে,
শত শেল বিঁধে বক্ষে—
হৃদয় আঁকিয়া চক্ষে

চাহে তবু তারি পানে—কি যাতনা হায়,
যায় যায় প্রাণ যেন তবু নাহি যায়—

অথবা বিধবা নারী আর্য্যস্থানে ওই—
নিদারুণ হুতাশনে জ্বলে সতত‍ই,
প্রাবৃট পঙ্কজ, সারা
অশ্রুজলে আঁখি তারা—
নির্জ্জনে হৃদয় ভরি কাঁদে সে যখন,
দেখেছি নয়ন তার লুকায়ে তখন।

কোলের কোমল শিশু মুমূর্ষু শয্যায়
না ভিশ্বাসে সঙ্কোচিয়া নিরুত্ত কারায়,
নেত্র তারা ঊর্দ্ধে তোলে,
অর্দ্ধেক পল্লব কোলে
চাক চাক দৃষ্টি ক্ষীণ চেয়ে মুখ পানে—
পলকে পলকে আঁখি স্থির করি আনে—

পাতি আঁখি তার পানে ব্যাকুল মাতার
অনিমেষ অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি মমতার,
যতই অন্তর কাঁদে
ততই নয়ন কাঁদে,
নিরাশ, বেদনা, শোক, সংসার বিস্মৃতি,
দেখিয়াছি সে নয়নে এক কালে স্থিতি।

সন্তান নিধন হলে শোকার্ত্ত প্রসূতি—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ্রাস পাইলে শকতি—
স্থির নেত্র অশ্রুজলে
চাহিয়া ধরণী তলে,
নিষ্পলক চিন্তাকুল নত শোক ভরে
না চাহি নয়ন পানে শোকে দগ্ধ করে ?

স্বজন আসিলে কেহ প্রবোধিতে তায়
আপনি কাঁদিয়া তারে দ্বিগুণ কাঁদায়,
মোহ বশে দিশে হারা
উভয়ের নেত্রে ধারা,
কতক্ষণে রসনায় সরিলে বচন,
প্রতি শব্দ উচ্চারিতে ঝরে সে নয়ন !

ক্ষত্রিয় কুলজ বীর শত্রু পদতলে
ভূতলে লুটায় বাঁধা কঠিন শৃঙ্খলে,
উপহাসি তাহে কেহ
দহিলে অন্তর দেহ
অরুণ নয়ন তার অগ্নি বরিষয়,
কি যেন করিত যেন থাকিলে উপায় !

দুর্দ্দান্ত নির্দ্দয় দুষ্ট পাপ-মতি
দুরাচার করে যদি দুর্ব্বলের প্রতি—

ভীরু সে কাঁপিতে থাকে,
যাতনা চাপিয়া রাখে,
কাতর নয়ন তার—দয়া প্রার্থনায়
অনুগত ভাবে যেন কাঁদিয়া কাঁদায়!

কেবলি কৌতুক সহ ঘুমিয়ে নয়ন!
হয় ধীন মানগামীন বিমুগ্ধ প্রবণ,
এই যেন ভাস ভাস,
এই যেন হাস হাস,
এই ছিলে সুধা পূর্ণ বিষে ভরা পুন,
একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন!
দেখিয়াছি
উদাসী উদাস আঁখি লাবণ্য বঞ্চিত,
সেবক সাধনা অস্তে প্রেমে বিগলিত,
জ্যোতিষী যামিনী যোগে
মেলি নেত্র কি সম্ভোগে,
চোর চক্ষু সশঙ্কিত, পাপী নেত্র নত,
চতুর বিবরী চক্ষু চঞ্চল সতত।

ক্ষুধাতুর অন্নপানে যে নয়নে চাহে,
যে নয়নে চাটুকার উপেক্ষিয়া রহে,
বারাঙ্গনা যে নয়নে
রঙ্গ করে সখি সনে,

যে নয়ন নিরখিয়ে অদ্ভুত দর্শন
ভয় ভক্তি, লাজ কিম্বা, করে প্রদর্শন ;

আর

প্রিয়ার যে চক্ষু দুটী তাহাও দেখেছি,
কতবার সাধ পূরে কত কি ভেবেছি,
অনুরাগ মাখা তায়,
দেখিলেই মন চায়,
প্রাণ চায় লয়ে তারে কি করে না জানে,
আত্ম-স্মৃতি ভুলি যেন চেয়ে তার পানে !

নিশার আকাশে আরো চেয়ে চেয়ে দেখি,
এই রূপ পাশা পাশি জ্বলে দুটি আঁখি—
সুদূরে থাকিয়া তারা
এ দুটি দেখিয়া সারা,
নতুবা আসে না কেন নামিয়া ভূতলে,
কারা হাবে কারা জিতে দেখি তাহা হলে !

দেখিয়াছি শত শত লতা মনোহর,
দেখিয়াছি তাহে কত প্রসূন সুন্দর,
এরা কি লতার ফুল ?
কোথা সে লতার মূল ?
তবু যেন দুটী ফুল একি লতিকায়
অপরূপ পরস্পরে হাঁসায় কাঁদায় !

কেবলি ভৌতিক নহ তুমি রে নয়ন!
স্বাধীন মানসাধীন বিমুগ্ধ শ্রবণ,
এই যেন ত্রাস ভাস,
এই যেন হাস্য হাস,
এই ছিলে সুধা পূর্ণ বিষে ভরা পুন,
একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন!

তোমাতে জগৎ ছবি হয় রে পতন,
ভাবি তাই হবে তুমি চিত্তের দর্পণ,
না দেখি অপূর্ব্ব হেন
দুপিঠই সমান যেন,
বাহির জগৎ তুমি দেখাও অন্তরে,
অন্তর নিগূঢ় ভাব ভাসাও উপরে!

কন্যাদায় হইতে কন্যা গুণে রক্ষা! *

কবে বা ভারতে সে দিন হবে;
কুমারী, পাঠিকা উপাধি লবে,
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়;
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায়;

* বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইবার পূর্ব্বে লিখিত হয়।

ত্রিপাশ উত্তীর্ণ কুমার পেয়ে,
চৌদিকে জনক তাকান চেয়ে ;
পুষিয়া পুত্রেরে আশার ভরে।
সরাসত ধরা গণনা করে।
ধনের লালসা বণিক হতে,
করেন ব্যবসা নূতন মতে ;
"পুত্রের" বিবাহ সম্বন্ধ এলে,
সম্মুখে অমনি তালিকা ফেলে,
বলেন—"দেখ হে দেবেত সব
নতুবা কেন বা বিনয় স্তব ?
এ মূলে বিকেনা এমত সুত,
গুণের ভাণ্ডার—লক্ষীর "পুত" ;
তথাপি তোমার রাখিতে মান
দিলাম সামান্য তালিকা খান,
বিবিধ তালিকা আমরা রাখি,
"স্বীকার" আশয়ে বসিয়া থাকি ;
ধনীর কুমারী হইলে পরে ;
ভুলায় ভুলিয়া ভুলিতা তারে,
রতন কাঞ্চন বসন দিলে,
তবু কি এমন জামাতা মিলে ?
দরিদ্র তোমরা দেবে কি আর ?
চাহিতে সরম না হয় কার ?

বাটা বাদে থাকি দ্বি শত ভরি-
তৌলিত রজত বাসনা করি,
কলিত কাঞ্চন অশীতি ভরি,
পিতল কাঁসার নাম না করি ;
"পাঁচ শ" টাকার বসন তায়
তবেই উদ্ধার পাবে এ দায়—
এ যদি তোমার অধিক হলো,
মেয়ের বিবাহ দায় কি বলো ?
যে জন কিছুই দিতে না পারে
ফিরিয়ে দেখুক অপর দ্বারে।

কবে বা ভারতে সে দিন হবে !
কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে ;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়
ফেলিবে উপাড় বিবাহ দায় !

পাশের গুমর—"ডুমুর ফুল",
পাশীর "কেলেম" হইবে ভুল,
প্যাশিনী পাশীর হইবে তুলা,
ঘুচিবে পাশীর পিতার ঝুলা ;
"মেয়ের" বাপের সুদিন হবে,
পাশীরা আসিয়া সাধিতে রবে ;

বিলাত ফেরত, সি, এস্ ফাঁসা—
উকিল মোক্তার অর্জ্জন নাশা—
বিলাতি ঔষধে নিদান ধারী—
অথবা "বিউটি" বিলাসাচারী—
উপাধি ভূষিতা কুমারী—"ভাও"
বাড়াবে যেমন রাজা বা রাও!
"খুবা'য়ে খায়'য়ে" পাড়াবে ছেলে,
কি হবে তখন ডিগ্রী পেলে?
ডিগ্রী ডিগ্রী করিয়ে মর,
ডিগ্রী লইয়া গলায় পর;
ডিগ্রী গুমুরে বেড়াও কেঁপে,
ডিগ্রী ডিগ্রী উঠিছ খেপে!
ডিগ্রী লইয়া হবে কি শেষ?
ডিগ্রী আশয়ে মজিল দেশ।
আপন ব্যবসা ঠেলিয়া পায়,
ডিগ্রী লইতে সবাই ধায়—
ডিগ্রী এখন হয়েছে মেলা—
বিফল ডিগ্রী—ছাড় এ বেলা—
ডিগ্রী লইয়া ধুইয়া খাবে?
অন্নের উপায় করিবে কবে?
দুঃখে দিন যায় ভেবে দেখ ভাই,
দিনে খেটে আনি রেতে খাই তাই;

টেক্সের জ্বালায় জ্বলিয়ে মরি,
বাণিজ্য ব্যাপার "ডিউটী" ধরি ;
সুলভ ছিল যা পাই না আর,
পাঁচ গুণ মূল্য হয়েছে তার,
স্বদেশ উৎপন্ন সস্তই শস্য,
বিলাতে রপ্তানী করিছে নস্য ;
"কাটার" লইয়া টাকার আশে ;
তাই ত "টিপস" প্রত্যেক বাসে,
তাইত সর্ব্বত্রে "অকাল" ক্রমে ;
কে কেন এমন ঘুচায় শ্রমে ?

আমরা বাঙ্গালী বঙ্গের সুত—
কালের ঔরসে জন্মেছি "ভূত" ;
ডুবাতে বসিছি মায়ের নাম,
প্রত্যেক কার্য্যের ফেলেছি দাম ;
স্বজনে পুষিত গৃহস্থ মাত্র,
এখন সবাই সতন্ত্র পাত্র ;
স্বার্থের পূরণ কামনা বশে,
রসেছে রসনা কটুতা রসে ;
নতুবা কেন বা সোদর পর,
করিয়ে কলহ পৃথক ঘর ?
গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করি,

বনিতা বাণীতে শিহরে মরি'
নহিলে কেন বা প্রবৃত্তি হেন ?
পাঁঠা পাঁঠী কেনা বেচা এ দেশ ;
বাণিজ্য করিতে শিক্ষানবিস
সুখের সৌহার্দ্দে ছড়ায়ে বিষ—
দেখিবা বিষাদে কন্যার পিতা—
সহর্ষে সাজায়ে তাহার চিতা,
সর্ব্বস্ব সম্পত্তি একত্র করি,
সম্মুখে আনিয়া রাখিলে ধরি ;
তথাপি "বেহাই" মন না ভরে,
হায় কি হতেছে হবে কি পরে ?
আর ত বাঙ্গালী সমাজ নাই।
সমাজ আপত্তি ঘুচেছে তাই ;
তাই ত সকলে যথেচ্ছাচারী ;
উপকারী প্রতি অহিতকারী ;
পরের যাতনা হকু না কেন ?
আমি দুঃখ তায় পাইব কেন ?
অপরে মারিয়া বাড়াব কোষ,
কি করে তাহার রোষ বা তোষ ?
এই ত কামনা প্রবলা অতি,
তাই ত ভারতে এ দুরগতি।

"সভ্যতা 'সভ্যতা'" যুবার মুখে,
বৃদ্ধের হৃদয় ফাটিছে দুখে;
ডুবুক সভ্যতা কপালে ছাই!
ছেলে খেলা বেচে ডুবুক তাই।
ডুবুক ভারত তাদের লয়ে,
কি কাজ অবোধ সন্তান বয়ে?
ডুবুক জননী ডুবুক পিতা,
ডুবুক সন্তান ডুবুক সুতা,
ডুবুক সোদর ডুবুক ভগ্নী,
ডুবুক পুরুষ ডুবুক পত্নী,
ডুবুক সজন ডুবুক বাস,
ডুবিয়ে সকল যাউক নাশ,
তথাপি ধর্মের রহিবে জয়,
সেও ত কখন অশিব নয়?

কবে বা ভারতে সে দিন হবে!
কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়,
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায়।

জনক জননী সজল আঁখি,
কুমারী দুহিতা আবাসে রাখি,

স্বামীর স্ত্রীধন করিয়া পণ,
স্বার্থ-পিতার পায় না মন,
সস্নেহ সন্তানে দুহিতা বলে,
হাত পা বাঁধিয়ে ফেলিবে জলে,
এই কি উন্নতি পশিল দেশে?
এই কি বিদ্যায় ফলিল শেষে?
এতেই গৌরব আমরা করি?
এতেই টাইটল মাথায় পরি?
এতেই আমরা "আমরা" নই?
এতেই আমরা "সাহেব" হই?

কবে বা ভারতে সে দিন হবে!
কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়,
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায়?
কবে রে মহিলা পাইয়া শিক্ষা,
পুরুষ সমাজে দিবে যে দীক্ষা?
কবে বা পুরুষ চেতনা পাবে?
কবে এ পদ্ধতি উঠিয়ে যাবে!

মৃত্যু।

সকাল বিকাল যায়, নিশি যায়, দিবা যায়,
যেই আসে সেই যায়, আমি কেন যাই না?
সেই ত সে আগে গেছে, সবার(ই) মিলন আছে,
মরণে যাচিয়া তারে আজ(ও) কেন পাই না?
কেন রে মরণ তোর ভাঙ্গে না মোহের ঘোর?
বলী হয়ে কাল তোর—সকাহীন সুখ রে!
অসার জীবন যায়, ডাকে তোরে বার বার,
ভাঙ্গিবি হৃদয় তার তোর কিসে দুঃখ রে?
কেন মায়া তোর প্রাণে? তোরে ত সবাই জানে
অস্নেহী মমতা-শূন্য নিরদয় বলিয়া,
জননীর কোল হতে কেড়ে লস্ শিশু সুতে,
কি করে মায়ের প্রাণ দেখিস্ না ফিরিয়া!
দম্পতি যুগল, হায়, কোথা সুখে নিদ্রা যায়,
সহে না রে তোর প্রাণে লস একে কাড়িয়া—
পতিপ্রাণা অবলারে কাঁদাস্ বিধবা ক'রে
শূন্য ঘরে কারাগারে রাখ তারে পুরিয়া!
কখন রমণী হরি কার গৃহ শূন্য করি
প্রহারিস্ আগ্নেশেল সে পতির উরসে!
কভু পিতা মাতা হরি শিশুরে অনাথ করি
কাঁদাস্ [illegible] পথে, হেরিস্ তা হরষে!

এসব করিতে তোর বিলক্ষণ আছে জোর—
কেন তবে অধিকার নাহি আমা ছুঁইতে ?
তবে কি "নিদয় কাল বাছেনাক কালাকাল"
মিছার কথার কথা পাই মাত্র শুনিতে ?
অথবা "অগার" বলে ফেলে তুই যাস চলে ?
যাসনে যাসনে মৃত্যু ক'রি তোরে মিনতি—
রাজার ভাণ্ডার ডাকে—ভাল মন্দ দুই থাকে,
তোরও রত্নাগারে আমি রব তেমতি !—
আমিরে জগৎ ছাড়া, পেয়েছি কপাল পোড়া,
মন্থিলে অমৃত আশে গরল(ই) যে পাইরে.
মুখে মেখে চূণ কালি, দু হাতে বাজায়ে তালি,
ফিরে ঘুরে সেই পথে তবুও যে যাইরে !
জন্মিয়া অবধি আশা, হৃদয়েতে নিল বাসা,
ক্রমে ক্রমে হৃদয়েরে আশাময় করিল—
দুখের শর্ব্বরী এলে, ভরসা প্রদীপ জ্বেলে,
আশা তেল ঢেলে ঢেলে, এত কাল কাটিল—
ক্রমে যত দিন গেল, সে তেল ফুরায়ে এল,
নিবু নিবু শিখা হ'ল তৈল সেক বিহনে—
কে বাদ সাধিল হায়, ঢেলে দিল জল তায়,
ভেসে গেল তেল বিন্দু, রহিল না জীবনে !
হৃদয় আঁধার করে, নিবিল প্রদীপ ওরে,
হুতাশন বাষ্প তায় অমনি যে ভরিল,

সে জল আগুন হয়ে, সে অবধি প্রাণ দহে,
বুকের ভিতর-খানা শুধু ফাঁক করিল!

* * * *

বলে না যৌবন কাল, জীবনে "বসন্ত কাল"—,
নূতন উদ্যম সনে নব নব বাসনা—
আশা বৃক্ষে মনোহর, ফুটায় কুসুম থর—
বাঞ্ছিত ফলের পানে দেয়নাক যাতনা?
অদৃষ্ট প্রসন্ন যার—মুঠ মুঠ ফল পায়,
আমাতে প্রসন্ন নয় একটিও পাইনে।
ফলিলে যৌবনে ফল, কে ত্যজিত তাহে বল?
নহে সে যৌবন মম—এ যৌবন চাইনে!
অদৃষ্ট যা রোষ করি, আমার সে ভাগ হরি,
লুকায়ে বিলায়ে দেয় যারে ভালবাসে রে!
ছাড়িতে ভাণ্ডারী ভাই, এখন(ই) মরিতে চাই,
বৃথায় থাকিব কেন হেন কারাবাসে রে?
কান্ পাতি ধরাতলে, শোন্ কে এ কথা বলে,
ভেবে দেখ্ কার(ও) মুখে শুনেছিলি কখন?
কার দায় পড়েছিল, তোরে গিয়া সেধেছিল,
বলেছিল গলাধরে করেছিল রোদন?

* * * *

আমি রে এ ধরাধামে, পবিত্র মনুষ্য নামে,
দিয়াছি কেবল(ই) কালি বৃথা জন্ম ধরিয়া—

ভাবি নাই একবার, কোথায় ছিলাম কার
কেন সেথা পুনর্ব্বার জন্মিলাম আসিয়া।
কে সৃজিল বিশ্বরাজ, দিল ও মোহন সাজ,
কোটি কোটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন করিয়া—
অসদৃশ পরস্পরে, স্বীয় রঙ্গে শোভা ধরে,
কার কেন গুণপনা দেখি নাই ভাবিয়া !
চলিত ভারতী যাহা—শুনেছি শিখেছি তাহা,
দেখি নাই পত্র খুলে ছত্রে কিবা রয়েছে,
অহঙ্কার মোহাবেশে, মুগ্ধ রয়ে অবশেষে
পারত্রিক কথা সব মিথ্যা জ্ঞান হয়েছে !
জগতে কেবল আমি—আমিই জগত স্বামী—
করিতে প্রভুত্ব হেন সততই কামনা—
কিন্তু সে ক্ষমতা কই ? নিরাশে বিষাদে রই,
কেন নাই তবু কই হয় মনে ভাবনা !
"অদৃষ্ট" "অদৃষ্ট" করি, কেবল(ই) কাঁদিয়া মরি,
ভাবিনাক বিধাতারে যে অদৃষ্ট লিখেছে—
যাহার হাতের লেখা, কপালে অদৃষ্ট রেখা,
যাহার প্রসাদে পর সে অদৃষ্ট পেয়েছে !
কপালে পাথর চাপা, অথবা কপাল ফাঁপা,
ধরেছি কপাল আমি বিফল এ জনমে—
যাহে আমি দিই হাত, তাহে হয় বজ্রপাত,
পদে পদে অগ্নি শেল সহিতেছি মরমে !

*   *   *   *

চাহিয়া জননী পানে পেয়েছি বেদনা প্রাণে !
আমার মায়ের দশা কেন হেন রয়েছে !
মলিন বদনে ভাতি, ঝরে আঁখি দিবা রাতি,
কপোলে এখন(ও) দাগ উহু মরি রয়েছে !
জ্বলিছে অন্তরে জ্বালা, মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলা-
বুক ভরে উঠে হাই চাপা কি তা যায় রে ?
ভাবেন জননী, হায় ! আমি কি বুঝিব তায় !
আমি কি বুঝিব তায় ! হায় হায় হায় রে !
আমি যে মায়ের সুত জন্মিয়াছি অদ্ভুত,
পারি না মায়ের দুঃখ ঘুচাইতে হায় রে !
অশ্রু জলে আঁখি তারা নিরখিয়া হই সারা,
প্রাণ পণে পারি কই মুছাই তাহার রে ?
কবে বা মায়ের হেতু বাঁধিব সুখের সেতু,
সে মুখে সুখের হাসি কবে হাসাইব রে !
আমি যে সন্তান তাঁর—সে মায়ের কবে আর
স্বার্থকতা সাধি সবে ভবে দেখাইব রে ?
হবে না হবে না পূর্ণ হয়েছে সে আশা চূর্ণ !
আমা হতে জননীর কোন সুখ হ'ল না !
ছলিতে আসিয়া ভবে ছলেছি স্বজন সবে,
এখন(ও) ধরিয়া ভবে আর কেন ছলনা ?
গেল চিত্ত প্রফুল্লতা, থাক আর চাহিনা তা—

ধন মান যশে আর প্রয়োজন নাই রে,
আমার যা নাহি হেথা—কে দিবে তা, পাব কোথা
পাইলে সে বিধাতারে চাহিতাম তাই রে!
লয়ে তোর্ কোল পাতি কর্ রে তাদের সাথি
আমার মতন যারা ধরেছিল জীবন—
বৃথায় জনম লয়ে, মায়েরে যাতনা দিয়ে,
ভুলে গেছে সব লীলা নাহি মাত্র স্মরণ।
মানব জনম জানি, সার্থক পুণ্যাহ মানি,
মরের মরিতে সাধ সাধে কি তা কয় রে?
মনে সে করিলে সাধ, কাল যদি সাধে বাদ,
কোন্ সাধে, কোন্ আশে, কোন্ মুখে রয় রে?

* * * *

ল'স্ যদি ভবে কষ্ট, আমার জননী তুই—
প্রসূতি জননী আর ভারত জননী রে—
উভয়ের আঁখি তারা—কেঁদে কেঁদে জ্যোতি হারা,
অনাথিনী কাঙ্গালিনী বিধবা রমণী রে!
দু'য়েরি বার্দ্ধক্য দশা, দু'য়েরি ফুরায় আশা,
দু'য়েরি হৃদয় ব্যথা হেরি নেত্র-মুকুরে—
দু'য়েরি বুকের 'পরে বিষাদ দলন করে,
দু'য়েরি বাসনা হায় শুকাইছে অঙ্কুরে!
"ধরি গর্ভে কুলাঙ্গারে দিল কুল ছারে খারে
শুনাইয়া দু'মায়েরে সবাই যে কয় রে!

রিপুর পীড়নে হায়, দুখে বুক ফেটে যায়—
আশে পাশে উপহাসে—প্রাণে কি তা সয় রে ?
ভাঙে যে হৃদয় টুটে—কয় না তা মুখ ফুটে !
আমি কি অবুঝ ওরে পারিনা তা বুঝিতে ?
সংসারে সংগ্রামে পশি, চৌদিকে নিরাশা মসি—
কে হেন সাহসী তায় পারে গিয়া যুঝিতে ?
যে পারে—দৈবের বলে ; দৈবই থামায় ছলে,
তবে আর কার বলে বলীয়ান হইব ?
হতাশ সুতীক্ষ্ণ বাণ প্রাণে করে খান খান—
করিয়াছে কত বার কত আর সহিব ?
তাইত কৃতান্ত তোরে, অজেয় ভাবিয়া ওরে
সাধিতেছি এত করে, ধরিতেছি পায় যে,
এ দেহ বন্ধন হতে পরাণ ছিঁড়িয়া লতে,
ফিরাতে ভূতের বোঝা ভূতের(ই) মাথায় রে।
কেন বা রাখি এ দেনা, যার দেনা ফিরে দেনা,
কখন(ও) ফিরাবি যদি আজি ফিরে দেনা রে—
কার(ও) ত না কর হিত—কাঙ্গালের সাধি হিত,
"অন্তিমের পুরোহিত" নাম কিনে নেনা রে।
জন্মেছি গরভে যাঁর, দেখিব যন্ত্রণা তাঁর ?
তাঁহার দুঃখের কথা উড়াইব হাঁসিতে ?
এই কি আমার ধর্ম্ম—? এই কি আমার কর্ম্ম ?
সুলতে ত শুদ্ধ হব পিণ্ড দিয়া কাশীতে ?

যে চায় সে পিণ্ড দিক ; আমি মনে জানি ঠিক.
জীবন্তে জননী সেবা যে জন না করিল—
ধিক্ জন্মে, ধিক্ তারে, ধিক্ তার অহঙ্কারে,
কিবা আসে যায় কেন জন্মিল বা মরিল !

*　　*　　*　　*

আকাশে তারকা ফোটে, উজ্জ্বলিয়া জ্যোতি ছোটে
কাননে কুসুম ফোটে ছোটে গন্ধ তাহার—
সুকৃতী পেয়েছে যারা ফুটিছে সংসারে তারা,
সৌরভ গৌরব কীর্ত্তি করিতেছে প্রচার—
মাতৃ ভূমি তরে গিয়া, রণ ক্ষেত্রে বুক দিয়া,
যুঝিছে অমর সম নাহি চিত্তে আশঙ্কা !
আপন শোণিত পাতে রিপুরে নাশিয়া হাতে,
উদ্ধারিবে জন্ম ভূমি এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা !
লইয়াছে কেহ ব্রত বাঁটিতে সম্পত্তি যত
দীন দুঃখী কাঙ্গালের ভরণ পোষণে রে,
দুরভিক্ষে অন্ন দানে বাঁচাইছে লক্ষ প্রাণে—
সফল জনম তার, ধন্য সে জীবনে রে !
কেহ করি স(ও)দা গরি, তুলিছে ভাণ্ডার ভরি,
ঢালিছে রতন রাজি মায়ের চরণে রে,
লইয়া স্বজন গণ তুষিছে মায়ের মন,
দেখিছে মায়ের হাসি বিকাশ বদনে রে !
তীর্থে তীর্থে পর্য্যটিয়া মা'র নাম প্রতিষ্ঠিয়া

কুলের মর্য্যাদা কেহ করিতেছে ঘোষণা,
তা নাই আমার ভালে। তবে কেন মোহ-জালে
বৃথায় আবদ্ধ হবে রই সেথা বল না ?
তাই বলি ওরে কাল, কেন বৃথা হর কাল ?
সুহৃদ হর্ষণ হর মোর এই জীবন !
ঘুচাও হৃদয় ব্যথা " এ ভব জ্বলের কথা—
রবেনা রবেনা ওরে রবেনা রে গোপন !
বিবেক বাসনা লয়ে জন্মেছি মনুষ্য হয়ে,
সে বাসনা সে বিবেকে কোন্ ফল ফলেছে ?
দাসত্ব শৃঙ্খল হতে আর্য্য সুতে উদ্ধারিতে,
কই মাত্র মুক্তি হেতু এ পরাণ গিয়েছে ?
কার দুঃখে কাঁদিয়াছি, কার অশ্রু মুছায়েছি,
কার ভাল করিয়াছি, আমার এ জীবনে ?
আমি যে আছি এ ভবে কে জেনেছে বল কবে,
কে জেনেছে প্রাণ মন, কে বুঝেছে মরমে ?
ভিখারীর মুখ দেখে রেখেছি বদন ঢেকে,
পাছে তারে মুষ্টি অন্ন দিতে হয় চাহিলে—
পরের মঙ্গল সাধা, সে ত রে সুদূর কথা !
কার না করেছি মন্দ অবসর পাইলে ?
ভুলে গেছি হিতাহিত, করিয়াছি কলঙ্কিত
ছিল যে পবিত্র প্রাণ—রাখিনি তেমন রে—
নাহিক ভরসা আর—সন্ত্রাশ জীবন সার—

কোন শাখি'পরে জাগি কোন পাখি
সুমধুর গানে গগণ ভরিয়া,
তরু'পরে যত ছোট পাতা গুলি
হেলে দুলে তারে ডাকিতে ছিল—

নৈশ গগনে অযুত নয়নে
অনাথের সনে অনাথিনী পানে
চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
তড়িৎ আসার ফেলিতে ছিল—

হেথায় কোথায় ঝুপসি আঁধার
লতা পাতা ঝোপ ধরি নানাকার
যেন কত হায় ভয় দেখাইয়া
প্রিয়া সনে রঙ্গ করিতে ছিল—

পট্ পট্ ধ্বনি কভু বন মাঝে,
শোঁং শোঁং শব্দ মাথার উপরে,
প্রিয়া সেই সেই মিছার আতঙ্কে
চমকি চমকি উঠিতে ছিল—

চলা সাধা নাই, কোমল চরণ—
সদা হর্ম্ম্যতল প্রাঙ্গণ ভ্রমণ,
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
পড়িতে পড়িতে উঠিতে ছিল—

তথাপি প্রিয়ার প্রফুল্ল বদনে—
কোমলতা ছাঁচে সরলতা ঢালা—
মুখানি অধর নাড়িয়া নাড়িয়া
মধুর বচন সরিতে ছিল।

সে হেন সময়ে, সে হেন প্রান্তরে,
কতই আমোদ প্রিয়ার অন্তরে—
কত সাধ মম কত আশা মনে
ধীরে ধীরে চিতে উদিতে ছিল।

কভু পাশে বসি কোলে বসাইয়া,
কত হাসি হাসি তারে হাসাইয়া
কতবার তার গলা জড়াইয়া
অভাগা অন্তর জুড়ায়েছিল

* * *

তৃণের কুটীরে কাটি সুখে দুখে
আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না
ভয়ও ছিল না, চিন্তাও ছিল না,
আজিকার দশা ছিল না জ্ঞান—

আহার, বিহারে, আমোদ, কৌতুকে,
উপকথা লয়ে হাঁসিয়া কাঁদিয়া
প্রকৃতির মাঝে দুইজন মোরা
পরস্পরে ছিল এক মনঃপ্রাণ—

যায় দিন—যায় যথা সবাকার—
এক রাত্তি তায় আইল এমন,
শায়িত শয্যায় অঘোর নিদ্রায়
উরসে উরস রাখিয়া তার—

চোক্ চোক্ শব্দ পশিল শ্রবণে
চমকি উঠিয়া চকিতের প্রায়
ক্ষীণ দীপালোকে চাহিয়া চৌদিকে
নিহারি আতঙ্ক ভাবিনু মনে—

তখন প্রিয়ার কম-কলেবর
এলান ভঙ্গিমা ঘুমের ঘোরে,
তখন প্রিয়ার নয়ন, অধর,
আধ আধ আধ মুদিত করে,

তখন প্রিয়ার কপোলে কপোলে
মাঝে মাঝে আসি হাসিছে হাসি,
কাঁপায়ে অধর কাঁপায়ে কপোল
যেন হে স্বপনে খেলিছে আসি,

তখন প্রিয়ার বদন চন্দ্রিমা
মুদিত বিকাশে মধুরতর,
লঘু মেঘে ঢাকা শরতের চাঁদ
দেখিতে যেমন সুন্দরতর !

তখন প্রেয়ার দুকূল খসিয়া
ঈষৎ ভাজিয়া পড়িয়াছিল,
বসন্ত কি সেথা ফুটায়ে কলিকা
গৌরবে বিরাজ করিতেছিল !

শিখর মণ্ডিত উন্নত যুগল
সুবর্ণ শেখরে সুনীল ছটা
পূরণ আয়ত পরস্পরে যেন
গরবে গরবে বাড়ায়ে ঘটা !

বাম উর তলে বুকের ভিতরে
ধুকু ধুকু প্রাণ করিতেছিল,
হোক্ শুকতার বুকে করি তায়
সোহাগে কত কি কহিতেছিল।

কহিতে আছিল আপন ভাষায়
কার সাধ্য বুঝে ! তা কি বুঝা যায়
পরাণের কথা পরাণ(ই) জানে তা
তাই এ পরাণ বুঝিয়াছিল—

"নারীর পরাণ নিরেট পাষাণ
কেননা সতত তারেতে চাপা ?
তাই যদি হয় পুরুষ হৃদয়
তার বিনা কেন হয় না কাঁপা ?

"কেন হে দেখনি কোমল লতায়
জনমিতে কভু পাষাণ থেকে ?
কুসুমিত লতা কোমল শৈবাল
রয়েছে দেখ না পাষাণে ঢেকে.

"ভূধর গরভে বিবিধ রতন
অতল তাই ত গরজি মরে,
নাহি দেয় যদি আসিয়া জলধি
ক্রোধ ভরে তারে ডুবায়ে ধরে,

"পুরুষের চোখে অবিরত জল
নারীর পরাণ করিতে চুরি.
একটুতে সারা নিজে দেয় ধরা
পরশিলে তার অপূর্ব্ব পুরী"

এমন সময়ে শিহরিয়া প্রিয়া
আচম্বিতে উঠে রোদন করি,
'কেন কেন' বলি খপ্‌ করি তারে
বুকেতে করিয়া তুলিয়া ধরি ।

ধুক ধুক প্রাণ মম প্রাণে বাজে.
কঠিন চাপি সে ধরিল মোরে,
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস, মেলিল নয়ন,
ফুটিল বচন ক্ষণেক পরে—

"'ছিনু আমি শুয়ে তব কোলে নাথ,
ফেলে কেন একা উঠিলে বল ?
স্বপন দেখে যে কেঁদে মরি আমি—
ইঁ-তা-তুমি-কেন- উঠিলে বল ?"

প্রেম আবদার কার নাহি সহে
এই আবদারে পাগল সবে,
সেই আবদার মরি মরি আর (ও)
কত কাল মনে জাগিয়া রবে !

রাখ রাখ স্মৃতি পরি কণ্ঠে তব—
রতন ভুষণে যতনে রেখো—
বিধি না করুন—প্রিয়ার বিরহে
মাঝে মাঝে ওরে তুলিয়া দেখো !

* * *

আর একদিন ঋতুরাজ যবে
কুসুম কাননে বিরাজি ছিল,
ফুটাইয়া ফুল লুঠিয়া সুরভি
মৃদুল মলয় বহিতে ছিল,

ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফুলে ফুলে বসি
কাকুতি মিনতি করিতেছিল,
শাখি পরে পিক মধুর গাইয়া
জগতে বসন্ত ঘোষিতে ছিল।

বিরহিনী বালা কাঁকেতে কলস
সরোবরে, হায় যাইতেছিল
পতির বিরহে মরমের দাহে
আঁচলে নয়ন মুছিতেছিল,

প্রিয়া সে আমার বিরহ বিধুরা
তরুমূলে বসি কাঁদিতে ছিল,
একাকিনী হেরে, তরঙ্গিণী, তীরে
কুলু কুলু রবে কহিতে ছিল—

দেখাইয়া তারে প্রেম বলে কারে
একাধারে গেল জীবন তার—
"জলধি উথলি আসে আগুয়ান
কভু কি শুধিতে প্রেমের ধার ?

"হায় ! পুরুষের মায়া কিছু নয়
শত ধারা তায় বহিয়া থাকে,
লয় মন প্রাণ অবলার, হায়,
'দেব দেব' বলে আশয়ে রাখে" ।

সহিল না আর গালি দিয়া প্রিয়া
তীর পরিহরি আবাসে ফিরি,
লিখেছিল পত্র—দুই চারি ছত্র
এখন হৃদয়ে দেখ হে চিরি—

"সাঙ্গা মর্ম্মবাণী বলে গেল মোরে
পুরুষ প্রণয় মরীচিকায়
আশা হয় সার, দুঃখ, মান, আর
রমণীর বাকি পরাণে বাধ ?
নির্দ্দয় পুরুষ, বলে সে অভাগী ?
তুমি ত আমার নিদয় নও—
মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি ? থাক তব পাশে
যদি তুমি নাথ বিদেশে রও"

*　　　*　　　*

হায় সে আমোদ, সে হেন কৈশোর,
কৌমুদী সে নিশি কেন হল ভোর !

*　　　*　　　*

মিশাইয়া প্রাণ ভাগাভাগি করি
আধ আধ তার দুই দেহে ধরি,
মানস নির্ম্মিত সাধের আবাসে,
চৌদিকে বসন্ত, শরৎ আকাশে,
কাননে কুসুম সুরভি ভরিয়া,
নির্ম্মল জোছনা তাহাতে মিশিয়া,
বহিয়া মলয় মাঝে মাঝে তায়
আনি সে সুরভি ছড়াইত গায়,
কখন মধুর ভ্রমর ঝঙ্কার,
পীকবর গীত মাঝে মাঝে তার,

নিবাসি কাননে ভুলি বাহ্য জ্ঞান,
প্রণয় পীযুষ করিতাম পান,
পাইতাম সুখ ভুলিতাম দুখ,
হেরে সে আমার আমি তার মুখ—

* * * *

কখন কাননে কুসুম তুলিয়ে
ধরাতলে তার বিছানা বিছায়ে
করিয়া শয়ন চাহি ঊর্দ্ধ পানে
ধরিতাম গীত দোঁহে এক তানে,
সমীর ছুটিয়া লুপিয়া লইত
পিঠে করি তায় কতই নাচিত,
আগেতে মাখিয়া আপনার গায়
মাখাইত গিয়া পাতায় পাতায়,
পর্ব্বত শেখরে, গহ্বরে গহ্বরে,
আকাশে আকাশে বাজাইয়া তারে,
শশীর রজত কিরণ-ধোউত—
তরঙ্গিণী জলে লইয়া ফেলিত,
আবার তুলিতে চাহিত সে যাই
সলিল সহস্র কর তুলি তাই
চাহিত ধরিয়া রাখে সে তখনি,
কিন্তু শশধর উপরে অমনি

মুখ তুলে বাঁশি ঊর্দ্ধপানে টানে,
উঠে কাঁদিত সঙ্গীতের সনে,
সুধার নির্ঝর [illegible] গাথায়,
[illegible] ঘুরে তারা যায় যে মাথায়···
সাগরের সলিল আকাশে তুলিয়া
দুটি ও সঙ্গীত আসিতে পাইয়া,
শুনি সঙ্গীত রাজিত মধুর,
গুঞ্জে গুঞ্জে যেন ধরি তার সুর,
কারি রেখা তার পলকে ভুলিয়া
শুনিত করিত চিত্তেন ধরিয়া,
ভরিত মেদিনী, ভরিত গগণ,
বনের কুরঙ্গী করিত শ্রবণ,
শুনিত সাপিনী ফণা দুলাইয়া,
শুনিত করিণী দুলিয়া দুলিয়া,
চকোরী নীরব শাখার উপরে,
ঝিঁঝিঁও নীরব বিবরে বিবরে,
গগণে তারকা তারাও শুনিত,
মাঝে মাঝে তারা খসিয়া পড়িত,
অবাক সে শশী চাহিয়া থাকিত,
তাই হেরি প্রেরা কতই হাসিত !
শত শশী মিলি করিলে জোছনা
সে হাসির তবু হবেনা তুলনা;

জোছনায় ফুল্ল জোছনা সমান,
হেরিতাম তায় হারাতাম জ্ঞান.
ভাবিতাম, কিন্তু—বিধির ছলনা—
আমার কপালে সে হেন ললনা
সে হেন সৌন্দর্য্য, সে হেন হৃদয়,
সে হেন শীলতা, সে হেন প্রণয়,
সে হেন সুঠাম, সে হেন যৌবন,
সে হেন সকলি মনের মতন !

*　　　*　　　*

এক দিন তাই ভাবিতে ভাবিতে
ত্রিযাম নিশায় উদাসীন চিতে
উপবনে হায় পশিলাম গিয়া,
বহিল আসার দুই নেত্র দিয়া,
কাঁদিলাম কত ভেবে ভেবে তাই,
ভেবে ভেবে—পাছে তাহারে হারাই !
তখনি গগনে তারকা খসিল,
তখনি কৌশিক কাঁদিয়া উঠিল,
তখনি হাঁচির শবদ্ সুদূরে,
টিক্ টিক্ টিক্ মাথার উপরে;
তখনি বাঁচোখে পাতাও নড়িল,
তখনি মনেও অশুভ গাইল,

তখনি কে যেন কহিল আসিয়া—
বিকাশি দশন, বিকট হাসিয়া—
"বড় সুখে তুমি রয়েছ এখন,
চির তরে সুখ রবে না কখন"
তড়িতের বেগে, তাহার কথায়,
ছুটিল শোণিত পা হতে মাথায়,
থর্ থর্ থর্ তনুও কাঁপিল,
চিন্ চিন্ চিন্ ধমনী বাজিল,
ঢুপ্ ঢুপ্ ঢুপ্ বুকের ভিতরে,
টং টং টং মজ্জার মাঝারে,
শুকাইল কণ্ঠ, শুকাল অধর,
দেহ অভ্যন্তরে কারারুদ্ধতব—
হায় হায় হায় রহিলাম স্থির
সহিলাম শাস্তি শত পাতকীর !
নিশার স্বপন জাগ্রতে যেমতি—
মুহূর্ত্তে সকলি বিলুপ্ত তেমতি ।
কহিলে স্বপন বলিতে অসার
হ'ত সত্য কিন্তু কপালে আমার ।
কেমন যে ভয় রয়ে গেল মনে,
সে অবধি যদি থাকি প্রিয়া সনে—
হাসি, কথা কই প্রেম আলাপনে,
অমনি যে তাই পড়ে যায় মনে,

অধরের হাসি অধরে শুকায়,
কণ্ঠের যে কথা কণ্ঠে তা লুকায়,
নয়নের জ্যোতি সরে যায় কেড়ে,
কহিবার কথা রয়ে যায় মনে,
জলে ভোরে আসে দুই চক্ষু মোর
যত মত চাই চিতে চিত চোর !

* * *

আমার যে দুখ পরে কি বুঝিবে,
আমার মতন পরে কে কাঁদিবে ?
অন্তরে অন্তরে শিরায় শিরায়
দিবা বিভাবরী মরি যে জ্বালায় !
বিচ্ছেদের জ্বালা—আশা শীতলে
অভিমান জ্বালা—আদর বিসিক্ত.
অপমান দুখ, দারিদ্রের জ্বালা,
অথবা ব্যাধির, এ বেলা ও বেলা
মর্মের যে জ্বালা নিরাশায় সয়
আমার যে জ্বালা কহিবার নয় !
নহে তা বিচ্ছেদ, নহে অভিমান,
নহে দুখ রোগ, নহে অপমান,
ব্যাধি ? তা (ও) নয়, শোকের—বালাই—
জ্বালা মাত্র পাছে প্রিয়াকে হারাই !

সমাপ্ত।